দ্য ভয়েস অব
# ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:07 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ● ৬ জানুয়ারি ২০২৩ ● ২১ পৌষ ১৪২৯ ● শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

### প্রতিবাদে পথে নামলেন কর্মীরা

রাতের অন্ধকারে আইমার পতাকা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকে। কে বা কারা এই পতাকা ছিঁড়েছে তা জানা না গেলেও, আইমা নেতৃত্বের বক্তব্য, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কান্ড ঘটিয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে আড়ালে বসে মজা নেওয়া এবং তার থেকে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে ফায়দা তোলার জন্য একশ্রেণির কাটমানি খাওয়া সাম্প্রদায়িক নেতাই যে এই জঘন্য কাজ। » বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

## এক ঝলকে

### প্রতিদিন কোভিডে মৃত্যু ৯০০০ চিনে

● চিনে প্রতিদিন কোভিডে মৃত্যু হচ্ছে নয় হাজার মানুষের। সম্প্রতি এমনই দাবি করল ব্রিটেনের একটি স্বাস্থ্য সংস্থা। ওই স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে এও উল্লেখ রয়েছে, ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে চিনে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১ লাখেরও বেশি মানুষের। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮৬ লাখ। স্বাস্থ্য সংস্থা আরও দাবি করেছে, এ বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে চিনে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭ লাখ ছুঁয়ে ফেলবে। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা পৌঁছবে ৬ লাখের কাছাকাছি।
» বিস্তারিত ২-এর পাতায়

### শুভেন্দুর মুখেও বুলডোজার-বুলি

● বঙ্গেও বুলডোজারের আগমনী বার্তা? বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বুলডোজার ঢোকা এখন সময়ের অপেক্ষা! তাঁর নতুন ভবিষ্যদ্বাণী— উত্তরপ্রদেশ, অসমের পর কোচবিহার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বুলডোজার ঢুকছে। তাঁর এই হুঁশিয়ারি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বঙ্গ-রাজনীতিতে। মঙ্গলবার মালদহের গাজলের দলীয় জনসভায় 'বন্দে ভারতে' পাথর ছোড়ার ঘটনাকে নিশানা করেন শুভেন্দু। সেখানে তাঁর হুঙ্কার, 'ডবল ইঞ্জিন সরকার আসছে।
» বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

### জলজগতের সন্ধান পেয়ে গেল নাসা

● সম্প্রতি মহাকাশে উদ্ধার হয়েছে যমজ কেপলার গ্রহ। নতুন আবিষ্কৃত সেই যমজ গ্রহে অনন্য জলজগৎ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তা যদি হয়, তাহলে পৃথিবীর মতো আরও জলজ গ্রহের সন্ধান মিলে যাবে। ফলে ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধানও মিলে যেতে পারে। নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপে আবিষ্কার হয়েছে পৃথিবীর থেকে প্রায় দেড়গুণ বড় আকারের গ্রহ। হোস্ট স্টার-সহ এই জোড়া গ্রহ আবিষ্কারের পর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানে।
» বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

# আইমা এবার 'কিংমেকারে'র ভূমিকায়!

## বাংলায় বিজেপির 'কাজ' করছে তৃণমূল

### পঞ্চায়েতের আগে বিস্ফোরক সুপ্রিমো

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ২০২২ বিদায় নিয়ে সূচনা হয়েছে নতুন বছরের। বর্ষ বরণের এই প্রাক মুহূর্তে মানুষ যখন ব্যস্ত নানানরকম প্ল্যান করতে তখন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পাঁশকুড়া যুব ইউনিট। রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখে পাঁশকুড়া ব্লকের রধাবল্লভচকে প্রকাশ্য জন সমাবেশের ডাক দিল তারা। পাঁশকুড়া যুব আইমার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এলাকার মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ্য জন সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই সভার মধ্যমণি হিসেবে আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ, রাজ্য যুব নেতৃত্ব সেখ আবদুল সেলিম, হলদিয়া ব্লক আইমার সভাপতি স্বর্ণকমল দাস ও মহিষাদল ব্লক আইমার সভাপতি শ্রীমন্ত দাস অধিকারী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পাঁশকুড়া ব্লকের রধাবল্লভচকে প্রকাশ্য জন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

প্রকাশ্য জন সমাবেশের মঞ্চ থেকে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন কীভাবে গঠিত হল সেই ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আইমা কোনও রাজনৈতিক দলের চাটুকারিতা করে টিকে নেই। সমাজে আইমার এতটাই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়েছে যে, মানুষ চাইছেন আইমা ঠিক করে দিক তাঁরা কাকে ভোট দেবেন।"

এই বাংলায় বিজেপির কাজ তৃণমূল করে দিচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বীজ পুঁতে দিচ্ছে তারা। পার্টির ব্যানারে ধর্মীয় উস্কানি নয়, বরং রক্তদান শিবির করুন রাজনৈতিক নেতারা, তাতে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়বে। পরামর্শ আইমা সম্পাদকের। তাঁর আরও সংযোজন, তৃণমূল বা বিজেপি আমাদের ব্যক্তিগত শত্রু নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের যে লড়াই, তা হল আদর্শের লড়াই। মুসলমানদের পায়ের তলায় রেখে আপনি সাম্প্রদায়িক নন, অথচ সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুললেই আমি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলাম—এটা কী ধরনের দ্বিচারিতা? প্রশ্ন ভাইজানের।

আজ ভারতবর্ষের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু-মুসলমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেউ প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করছে, কেউ করছে গোপনে। তবু বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন না। সেই ভরসার জায়গা থেকেই মানুষের কাছে আইমা সুপ্রিমোর আবেদন, এবারের পঞ্চায়েত ভোটে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে সমাজ পরিবর্তনে সহযোগিতা করুন।
⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

## পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমার পাশে থাকার আহ্বান ভাইজানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কয়েক মাসের মধ্যেই। এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এবার সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মাথায় রেখেই একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে আয়োজিত এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের বিভিন্ন অঞ্চলের পদাধিকারীরা। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের ডাকে গত ২ জানুয়ারি তাঁরা এসে মিলিত হন দরবার শরিফে। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে আইমার তিনটি ব্লকের যুব প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম পর্বের যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার পঁয়ত্রিশ ঊর্ধ্ব প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ এই অধিবেশন থেকে সাংগঠনিক পর্যালোচনা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেন আইমা সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কেন এই বিশেষ অধিবেশন, সে বিষয়েরও ব্যাখ্যা

দেন তিনি। ভাইজান বলেন, "সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কারও হাতে আমাদের টিকি বাঁধা নেই। আমাদের টিকি বাঁধা আছে স্বয়ং আল্লাহর হাতে। তিনিই আমাদের যা করার করিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন তৃণমূলকে টাইট দেবার জন্য আমরা বিজেপির সুবিধা করে দেব না। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা লড়ছি আমাদের দায়বদ্ধতা থেকে। দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, কাটমানি খাওয়া লুম্পেনদের অবসান ঘটিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা থেকে।" আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের মতে, বিজেপি যেমন হিন্দুদের বোকা বানাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে, তেমনই তৃণমূল বিজেপির জুজু দেখিয়ে বোকা বানাচ্ছে মুসলমানদের। তৃণমূলের কাছে গলাধাক্কা খাওয়া কিছু 'মীরজাফর' মুসলমান আইমার কাছে এসে আইমার গুণ গায়। আবার তৃণমূল তাদের সামনে একটুকরো মাংস ঝোলালে সুড়সুড় করে তাদের পায়ের নীচে আশ্রয় নেয় আর আইমাকে গাল দেয়। এদের থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন আইমার কর্ণধার।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়কে যেভাবে বিকল্পহীন করে রেখেছে, সেই ট্রেন্ডটাকে ভাঙতে হবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনেই। বিকল্প শক্তি হিসাবে উঠে আসবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইমার কর্মীদের এগিয়ে চলার বার্তা দেন সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।
⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

## পঞ্চায়েতের আগে নন্দীগ্রামে বিপাকে তৃণমূল!

### মমতার নির্বাচনী এজেন্ট-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পঞ্চায়েত ভোটের মুখে নন্দীগ্রামে বিপাকে পড়ে গেল তৃণমূল! বিজেপি-কর্মী দেবব্রত দাস খুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল হলদিয়া মহকুমা আদালত। সিবিআই তাঁদের বিরুদ্ধে অসহযোহগিতার অভিযোগ আনার পরই পরোয়ানা জারি করা হল।

হলদিয়া মহকুমা আদালতে সিবিআই অতিরিক্ত চার্জশিট দাখিল করে মতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের-সহ ৬ জন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সিবিআইয়ের এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে ৬ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬ ও ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্তের তালিকায় শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের ছাড়াও ছিলেন শেখ আমানুল্লা, শেখ খুশনবি, শেখ সৈয়ম কাজি এবং শেষ সামসুদ্দোহা। তাঁদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন অর্থাৎ শেখ সৈয়ম কাজি এবং শেষ সামসুদ্দোহা তদন্তে সহযোগিতা করছেন বলে জানানো হয়েছে সিবিআইয়ের তরফে। কিন্তু বাকি চারজন তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। সিবিআইের ওই আবেদন মেনে নিয়েই হলদিয়া মহকুমা আদালত সোমবার চারজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এর ফলে পুলিশ যে কোনও সময় শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের, শেখ আমানুল্লা ও শেখ খুশনবিকে গ্রেফতার করতে পারে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সুফিয়ান ও তাহেরদের ফের প্যাঁচে ফেলতেই এই পরিকল্পনা বলে পাল্টা অভিযোগ তৃণমূলের।

২০২১ সালের ২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর নন্দীগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় সন্ত্রাস করা হয় বলে অভিযোগ। নন্দীগ্রামে বেছে বেছে বিজেপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে তৃণমূলকর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এই হামলায় গুরুতর জখম হন বিজেপি কর্মী দেবব্রত দাস। পরে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তে নেমে ১২ জন তৃণমূল নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে সিবিআই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ সুফিয়ানের জামাই। এরপর আবু তাহেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও তিনি বারবার এড়িয়ে যান বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই আবু তাহেরকে ধরতে একাধিকবার তাঁর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। সিবিআই তাঁকে ধরতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। এদিকে সুফিয়ান গত বছর রক্ষা কবচ পান সুপ্রিম কোর্ট থেকে। নির্দেশ ছিল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানকে গ্রেফতার করা যাবে না। কিন্তু সোমবার সিবিআইয়ের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের পর সুফিয়ান গ্রেফতার হতে পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হাইকোর্টের নির্দেশে রেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। তারপর উত্তরাখণ্ডের হল্দওয়ানিতে ধর্না মহিলাদের। এই বিক্ষোভ সমাবেশে হাজির হয়েছিল চার হাজারেরও বেশি পরিবার।

## 'রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা ভগবান রামের আশীর্বাদ'

### রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অস্বস্তিতে ফেললেন বিজেপিকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রা উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করতেই তা ভিন্ন মাত্রা পেল। এই সেই উত্তরপ্রদেশ যেখানে রাহুল গান্ধীর আমেথি কেন্দ্র। যে কেন্দ্র একপ্রকার পারিবারিক হয়ে যাওয়ার পরও গতবার তাঁকে হার মানতে হয়েছে বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানির কাছে।

আবার এই সেই উত্তরপ্রদেশ যেখানে বাবরি মসজিদ ভাঙা এবং রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক জারি ছিল। এবার ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল গান্ধীর এ রাজ্যে প্রবেশ করেই বাজিমাত করলেন একেবারে অন্য এক আঙ্গিকে। যোগী-রাজ্য রাহুল গান্ধীর এই ভারত জোড়ো যাত্রাকে স্বাগত জানালেন খোদ রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস সোনিয়া-পুত্র রাহুল গান্ধীকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, ভগবান রামের আশীর্বাদ রাহুল গান্ধীর সঙ্গে থাকবে। তিনি ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে গোটা দেশকে এক সূত্রে বাঁধতে চাইছেন। তিনি এই কাজ করছেন দেশের উন্নতির জন্য। এ জন্য তিনি দেশবাসীর আশীর্বাদ পাবেন। রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনা করেছিলেন গত ৭ সেপ্টেম্বর। কাশ্মীর পর্যন্ত তিনি এই যাত্রায় ৩৫৭০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবেন। ১২টি রাজ্য ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অতিক্রম করবেন তিনি। ইতিমধ্যে তিনি ৮টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অতিক্রম করে উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছেন।

আর উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেই তিনি 'অভ্যর্থনা' পেলেন রামমন্দিরের প্রধান আচার্যর কাছ থেকে। ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে গোটা দেশকে এক সূত্রে গাঁথার যে কাজ শুরু করেছেন রাহুল, তার সাফল্য কামনা করেন তিনি। চিঠিতে তিনি লেখেন, যে লক্ষ্য নিয়ে আপনি এই কর্মসূচি করছেন, প্রার্থনা করি এবং আশা রাখি তা যেন সফল হয়। সেইসঙ্গে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। রামমন্দিরের প্রধান আচার্য আরও লিখেছেন, আপনি এক সাধু উদ্যোগ নিয়েছেন, যা সকলের জন্য ভালো। ভগবান রামের আশীর্বাদ সবসময় আপনার সঙ্গে থাকবে। এমনকী তিনি রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায় পা মেলানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন মানিকভাবে।
⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

## মুকুলকে বিরোধী দলনেতা করতে রাজ্যপালের কাছে দরবার মমতার!

### বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মুকুল রায়কে বিরোধী দলনেতা করতে চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মুকুল রায়কে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন বর্তমানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের মধ্যস্থতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বিজেপির কাছে একটি বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিজেপি তা খারিজ করে দেয়। শুভেন্দুর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল মুকুল রায়কে বিরোধী দলনেতা করার। তাই ২ মে রেজাল্ট বেরনোর পর ৫ মে শপথ নিয়েই রাজ্যপালের কাছে তিনি একটা প্রস্তাব রেখে ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল বিজেপির বিধায়ক মুকুল রায়কে যাতে বিরোধী দলনেতা করা হয়।

মুকুল রায় বিজেপির টিকিটে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর এক মাস কাটতে না কাটতেই তৃণমূলে ফিরেছিলেন। বিধানসভা নির্বাচন পর্বেও মুকুল রায়ের প্রতি নমনীয় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুকে বিঁধতে তিনি মুকুল রায়ের তুলনাও টেনেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, সেই আক্রমণটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী নতুন এই অভিযোগে বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপির প্রার্থী তথা নির্বাচিত বিধায়ক মুকুল রায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ছিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই। মুকুল রায়কে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই ফলাফল প্রকাশের পরই তিনি মুকুল রায়ের নাম তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় বিজেপির কাছে প্রস্তাব করেছিলেন বিরোধী দলনেতা হিসেবে।
⇨ এর পর দুয়ের পাতায়

# হিজাব আন্দোলনে নতুন বছরেও রক্তাক্ত ইরান

**বিশেষ প্রতিনিধি:** নতুন বছরের প্রথম দিনেও হিজাব আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রক্ত ঝরল ইরানে। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ গেল এক নিরাপত্তারক্ষীর। রবিবার রাজধানী তেহেরান থেকে ৪৭০ কিলোমিটার দূরে সেমিরন ও ইসফাহান এলাকায় জমায়েত করেন হিজাব আন্দোলনকারীরা। সেই বিক্ষোভ সরাতে গেলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি। শুধু তাই নয়, পুলিশকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ইট ও পাথর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। অভিযোগ ওই সময় আচমকাই আন্দোলনকারীদের দিক থেকে গুলি এসে লাগে ওই নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরে হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হিজাব বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে এই নিয়ে মোট তিনজন নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হল বলে জানিয়েছে ইরান সরকার।

রবিবারের এই ঘটনার পর ফের একবার হিজাব আন্দোলনকারীদের কড়া নিন্দা করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। বিক্ষোভকারীদের বাইরে থেকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। হিংসা ছড়ানো এই আন্দোলনকারীদের ক্ষমা করা হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছে রাইসি সরকার। ইরানকে দুর্বল করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। কারা আন্দোলনকারীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছেন? সেটা কিন্তু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীদের কাউকে রেয়াদ করা হবে না।দ রবিবারের ঘটনার পর বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ইরান সরকার। অন্যদিকে এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সম্প্রতি কাজাখস্তানে হিজাব ছাড়াই ম্যাচে নামেন ইরানি দাবাড়ু সারা খাদেম। এর জেরে রাইসি সরকারের কোপে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সারা দেশে ফিরলে তাঁকে গ্রেফতারও করা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। এই অবস্থায় স্বামী ও সন্তানকে নিয়ে এই ইরানি দাবাড়ু স্পেনে আশ্রয় নিতে চলেছেন বলে দাবি করেছে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম। যদিও সারা বা স্পেন সরকারের তরফে সরকারি ভাবে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। ২০২২-র ১৬ সেপ্টেম্বর ২২ বছরের তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর পর থেকেই ইরানের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। 'হিজাব ঠিক মতো না পরায়' পুলিশ অত্যাচারের জেরে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেছে মাসার পরিবার। এর পর থেকেই বাধ্যতামূলক হিজাব আইন নিষিদ্ধ করতে ইরানজুড়ে শুরু হয়েছে গণ আন্দোলন। যাতে ইরানি গার্ডের গুলিতে সাড়ে ৪০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের মানবাধিকার কমিশন।

# চিনে প্রতিদিন কোভিডে মৃত্যু ৯ হাজার মানুষের, চাঞ্চল্যকর দাবি স্বাস্থ্য সংস্থার

**বিশেষ প্রতিনিধি:** চিনে প্রতিদিন কোভিডে মৃত্যু হচ্ছে নয় হাজার মানুষের। সম্প্রতি এমনই দাবি করল ব্রিটেনের একটি স্বাস্থ্য সংস্থা। ওই স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে এও উল্লেখ রয়েছে, ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে চিনে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১ লাখেরও বেশি মানুষের। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮৬ লাখ। স্বাস্থ্য সংস্থা আরও দাবি করেছে, এ বছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে চিনে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭ লাখ ছুঁয়ে ফেলবে। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে কোভিডে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা পৌঁছবে ৬ লাখের কাছাকাছি। যদিও চিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হিসাব এই সংখ্যার সঙ্গে মেলা তো দূর, আকাশ-পাতাল তফাৎ। কিছু দিন আগেই চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছিল, তারা আর দেশের কোভিড সংক্রান্ত কোনও তথ্য প্রকাশ করবে না। এর ফলে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যার বিষয়ে চিন সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

প্রসঙ্গত, চিন সংক্রমণের সঠিক তথ্য প্রকাশ না করায় বেজিং-এর উপর চাপ বাড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে কিছুদিন আগে চিনা আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, হু-র প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেসাস। পরে এ বিষয়ে ওয়েবসাইটে বিবৃতি দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন। সেখানে চিনের কাছ থেকে কী কী তথ্য চাওয়া হয়েছে, তাও স্পষ্ট করে হু। কত জন আক্রান্ত হচ্ছেন, সংক্রমণ রুখতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, মৃত্যু এবং টিকা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানানোর জন্য বেজিংকে বলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমনকী ৩০ ডিসেম্বর চিন যে কোভিড-এর তথ্য প্রকাশ করেছে, সেখানে দাবি করা হয়েছে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র এক জনের।

এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই ভারত-সহ দশ দেশে জারি করা হয় কড়া নিষেধাজ্ঞা। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়, চিন, হংকং, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং থাইল্যান্ড থেকে যাঁরা ভারতে প্রবেশ করবেন তাঁদের কোভিডের নেগেটিভ রিপোর্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ভারতে আসার পর তাঁদেরকে কিছুদিন নিভৃতবাসে থাকতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিমানবন্দরে প্রবেশের পর যাত্রীদের কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক। এবং সেই টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়ার পরই প্লেনে চড়তে পারবেন যাত্রীরা।

# 'শুভ নববর্ষ' লেখা ড্রোনে হামলা রাশিয়ার

**বিশেষ প্রতিনিধি:** নতুন বছরের প্রথম দিনই আরও ভয়ঙ্কর আকার নিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনের রাজধানী কিভে 'কামিকাজে' ড্রোন দিয়ে হামলা চালাল মস্কো। ইউক্রেনের দাবি, আত্মঘাতী সেই ড্রোনগুলির গায়ে রুশ ভাষায় লেখা ছিল 'শুভ নববর্ষ'। সোমবার তেমনই একটি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের ছবি প্রকাশ্যে আনেন কিভের পুলিশ প্রধান আন্দ্রি নেবিটোভ। তাঁর কথায়, ''যুদ্ধের মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।'' নববর্ষের দিন ওই ড্রোনগুলি কিভের একটি খেলার মাঠে আছড়ে পড়ে বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই সময় মাঠে শিশুরা খেলছিল। তাঁদেরকেও টার্গেট করতে ছাড়েনি রাশিয়ার ফৌজ। আগেও কাপুরুষের মতো জনবহুল এলাকায় হামলা করেছে মস্কো। সেখানে আছড়ে পড়েছে রুশ মিসাইল ও ড্রোন। তবে এসব করে ইউক্রেনবাসীর লৌহকঠোর মানসিকতায় চিঁড় ধরানো যাবে না। রুশ ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের ছবি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন কিভের পুলিশ প্রধান।

অন্যদিকে বর্ষবরণের রাতে রুশ অধিকৃত ডনেৎস্ক এলাকায় পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইউক্রেন। তাতে অন্তত ৪০০ রুশ সেনার মৃত্যু হয়েছে হয়েছে বলে দাবি করেছে কিভ। ইউক্রেনের এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে রাশিয়া। ডনেৎস্কের রুশপন্থী প্রশাসনের আধিকারিক ড্যানিল বেজসোনভ জানিয়েছেন, বর্ষবরণের রাতে ম্যাকিভকা এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইউক্রেন। ওই দিন মধ্যরাতের পর মিসাইলগুলি এই এলাকায় আছড়ে পড়ে। অন্তত ২৫টি মিসাইল দিয়ে হামলা চালানো হয়।

## '৪০০ সেনা' খতম করে জবাব জেলেনস্কির

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। তবে মোট কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা স্পষ্ট করেননি বেজসোনভ। অন্যদিকে ইউক্রেনের দাবি, এই হামলায় মোট ৪০০ সেনার মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন ৩০০ জন।

ডনেৎস্কের রুশপন্থী প্রশাসনের দাবি, আমেরিকার দেওয়া মিসাইল দিয়ে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। প্রসঙ্গত, গত মাসেই যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ওই সফরেই 'প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম' নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সূত্রের খবর, এই হাতিয়ার ইউক্রনকে দিতে রাজি হয়েছে আমেরিকা। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হাতে পেলে রুশ মিসাইল এবং ড্রোন ঠেকিয়ে দিতে পারবে জেলেনস্কির সেনা। ফলে চলতি বছরে যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে পারে বলেই আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন তাঁরা।

# চিনের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অভিযোগে সরব হলেন দলাই লামা

**বিশেষ প্রতিনিধি:** চিনের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন দলাই লামা। বেজিংয়ের বিরুদ্ধে আনলেন বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের চেষ্টার অভিযোগ। জীবের দুঃখ দূর করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানালেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। চিনের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম ধংসের চেষ্টার অভিযোগ আনলেন দলাই লামা। বিহারে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু। সেই সঙ্গে জীবের দুঃখ দূর করাই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে জানান তিনি। রবিবার বিহারের বুদ্ধগয়ার কালচক্র ময়দানে ছিল বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষ দিন। শেষদিনে চিনের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বৌদ্ধ ধর্মগুরু বলেন যে চিন সরকার বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। পরিকল্পনা নিয়েছিল ধ্বংসের। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। আজও চিনে বহু বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজন রয়েছে বলে দাবি করন। তিনি মনে করেন, তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্য পশ্চিমের মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অতীতে বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, আজ এর দর্শন ও ধারণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করেন। এর আগে, বৌদ্ধ ধর্মের তিনদিনের বিশেষ এই শিক্ষাশিবিরে যোগ দিতে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত থেকেই হাজার হাজার ভক্তরা এসেছিলেন। রবিবার তার অন্তিম দিনে তিব্বতীয় ঐতিহ্য মেনে দলাই লামার দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা করেন ভক্তরা। ভক্তরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করার অভিভূত হয়ে পড়েন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। তাঁর শরীর নিয়ে ভক্তদের অযথা চিন্তা না করার পরামর্শ দেন। দীর্ঘ জীবন তিনি বাঁচবেন বলে আশ্বস্ত করেন। যতদিন বাঁচবেন, ততদিন মানুষের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে যাবেন বলে জানিয়েছেন দলাই লামা। সেই সঙ্গে ভক্তদের বোধচিত্তে জাগ্রত মন অনুশীলনের কথা বলেন তিব্বতী ধর্মগুরু। এতে সকলেরই উপকার হবে বলে মনে করছেন তিনি। ভগবান বুদ্ধও এই কথা বলতেন বলে স্মরণ করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে মাংস, তামাক ও অ্যালকোহল না খাওয়ার জন্যও আবেদন করেন।

প্রসঙ্গত, গত ২২ ডিসেম্বর বিহারের বুদ্ধগয়ায় পৌঁছান তিব্বতী ধর্মগুরু দলাই লামা। মূলত, কালচক্রে পুজো প্রথা তিব্বতে প্রথম চালু হয়। তারপর ভারত সহ বহু দেশে এই পুজো হয়ে আসছে। এই পুজোর মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি কামনা করা হয়ে থাকে। এর আগে অরুণাচলে চিনা আগ্রাসন নিয়ে মুখ খুলেছিলেন দলাই লামা। সেই সময় ভারতে থাকতেই তিনি বেশি পছন্দ করেন হলে জানিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। সেইসঙ্গে চিনে যে তিনি ফিরে যাবেন না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন।

## বিবিধ

# পঞ্চায়েতের আগে তৃণমূলের নয়া কৌশল, 'বিচ বৈঠক' পূর্ব মেদিনীপুরে

**বিশেষ প্রতিনিধি:** পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে নীচু স্তরের সংগঠন ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি সূচনা হয়েছে 'দিদির সুরক্ষা কবচ' প্রকল্পের। শুরু করা হচ্ছে 'দিদির দূত' অ্যাপ পরিষেবাও।

দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি, এবার মানুষের দুয়ারে পৌঁছচ্ছে তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও। নীচুস্তরে সংগঠন মজবুত করতে, মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সুবিধা অসুবিধা জানতে ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে চাটাই বৈঠক করতে শুরু করেছিল তৃণমূল। শাসকদল সূত্রের খবর, এবার তেমনই ধারণা বজায় রেখে শুরু হতে চলেছে বিচ বৈঠক।

বিচ বৈঠকের ক্ষেত্রে আপাতত টার্গেট করা হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরকে। তৃণমূল সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্ব মেদিনীপুরের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতেই এই বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তৃণমূল। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই কর্মসূচি শুরু

বাংলার শাসকদলের বক্তব্য, এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে উপকূলীয় এলাকার গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে জনসংযোগ স্থাপন করবেন স্থানীয় নেতারা। এ বিষয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ''জনসংযোগের জন্য বিভিন্ন সভার প্রস্তুতি চলছে। চাটাই বৈঠক চলছিল এতদিন। এবার সমুদ্র উপকূলের মানুষের জন্য পূর্ব মেদিনীপুরে এবার বিচ বৈঠক শুরু করা হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতেই এই ধরনের সভা করা হবে। সমুদ্রে যাঁরা কাজ করেন,

আমফান, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড়ের পরে শাসকদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সময় বারবার নিজেদের স্বচ্ছ থাকার বার্তা দিতে দেখা গিয়েছে শাসকদলকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার তৃণমূল স্তরে গিয়ে মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ফের সেই বার্তাই দিতে চায় শাসকদল। তাই বিরোধী দলনেতার জেলাকেই বাছাই করে সেখানেই শুরু হচ্ছে এই বিচ বৈঠক।

এদিকে, এই বিচ বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দিলীপ ঘোষও। তিনি বলেন, ''এর আগেও তো এ ধরনের ঘোষণা হয়েছিল। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কেউ যায়নি। সি এম জাটুয়া, রায়দিঘি গিয়ে বিজেপিকর্মীর বাড়িতে মাছভাত খেয়েছিলেন। ওঁর দলের কেউ ওঁকে খেতে দেয়নি। এই প্রকল্পগুলো মিডিয়াতে বলে বাজার গরম করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রায় ১৫ লক্ষ মৎস্যজীবীকে বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকার বিমা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলার মৎস্যজীবীদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের নাম নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে রাজ্য সরকার।

গত ১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই নাম নথিভুক্তীকরণ প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে একটি করে বারকোড যুক্ত পিভিসির তৈরি সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। বিমার সুবিধা পেতে দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। আবেদনকারীর নমিনির নাম, সম্পর্ক, ঠিকানা ও বয়স দিতে হচ্ছে আবেদনপত্রের সঙ্গে। সেই সঙ্গে লাগছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য। ইতিমধ্যে আবেদনপত্রের খসড়া খতিয়ে দেখেছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর। মৎস্যজীবীদের জন্য ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করার কথা আগেই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার এই বিপুল পরিমাণ মৎস্যজীবীকে বিমার আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী বলেন, ''হাজার অর্থনৈতিক টানাটানির মধ্যেও সাধারণ মৎস্যজীবীদের কথা মাথায় রেখে এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মৎস্যজীবীদের বলব, দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়ে আপনারা নাম নথিভুক্ত করুন।''

# 'জিপিএস ট্র্যাকার' দিয়ে পুণ্যার্থীদের গতিবিধিতে নজর

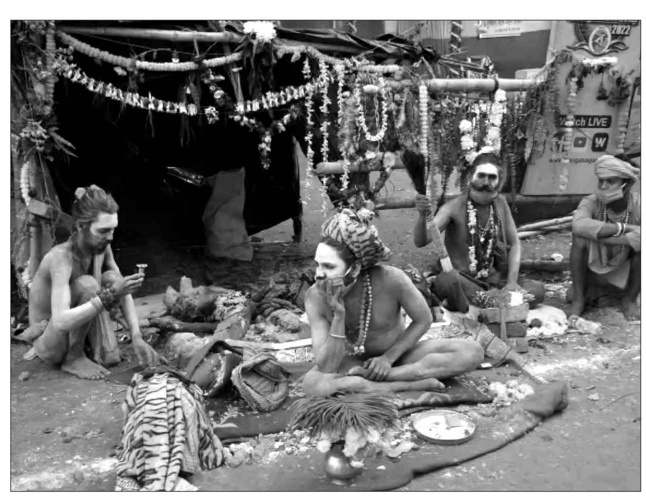

**বিশেষ প্রতিনিধি:** চলতি বছরে নেই কুম্ভমেলা। করোনা পরিস্থিতিও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। সেই কারণে এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় প্রায় ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। কিন্তু, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় নিয়ন্ত্রিত হবে কী ভাবে? কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কীভাবেই বা সামাল দেওয়া হবে? কীভাবেই বা চালানো হবে নজরদারি। এবার এই মুশকিল আসান করার অভিনব একটি উপায় বের করেছে প্রশাসন। কী সেই উপায়?

সাগরমলায় কত পুণ্যার্থী আসছেন, তার নজরদারিতে এবার সাগরদ্বীপের সমস্ত পরিবহণমাধ্যমে লাগানো থাকছে জিপিএস ট্র্যাকার। এই জিপিএস ট্র্যাকারের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হবে জানাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। কপিল মুনির আশ্রমের প্রধান জ্ঞানদাস বাবাজির প্রধান সহকারী মহন্ত সঞ্জয় দাসের কথায়, ''এবার তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ হতে পারে। তাই প্রশাসন প্রথম থেকেই সতর্ক। ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবার পিলগ্রিম ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কাজে লাগতে চাইছে তারা। বাবুঘাট-সহ সমস্ত প্রান্ত থেকে সাগরযাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত গণ পরিবহণেই এই ট্র্যাকিং ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।''

মেলার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তীর্থযাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে হোগলা ছাউনির অস্থায়ী আস্তানা। অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা এড়াতে সেইসমস্ত হোগলা ছাউনিতে ছড়ানো হচ্ছে অগ্নিনিরোধক রাসায়নিক দ্রব্য। সুরক্ষার স্বার্থে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে রাখছে দমকল। পুজোর সময় কোটালে সাগরের দু'নম্বর স্নানঘাট ভেঙেছে। ছ'টি স্নান ঘাটের মধ্যে প্রায় সবকটি অল্প বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সিলভার স্যান্ড বোঝাই করে নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ চলছে।

কাদার হড়কান এড়াতে পাড়ে বসানো হচ্ছে পেভার্স ব্লক। ২ নম্বর স্নান ঘাটে কর্মরত সেচ দফতরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র নির্মলকান্তি নাইয়া বলেন, ''ঘাটে ভাঙনরোধের কাজ শেষ। যাত্রীদের স্নান করতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য ৭০ মিটার জুড়ে জিওব্যাগে সিলভার স্যান্ড ভর্তি করে সিঁড়ি করে দেওয়া হচ্ছে।'' সরকারিভাবে মেলা শুরু ৮ জানুয়ারি থেকে। ভিনরাজ্যের তীর্থযাত্রীদের ভিড় এখন থেকেই আসা যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মেলা জুড়ে বসে গিয়েছে ১০০ সিসিটিভি। তিনটি স্থায়ী হেলিপ্যাড থাকছে।

## নাম পরিবর্তন

আমি Mahammad Arian ছিলাম S /O-Sk Jane Alam, পোষ্ট -চক রাধাবন থানা -পাঁশকুড়া জেলা -পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা।গত 23/12/2022 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক কোর্টের অভিডেভিড বলে এখন থেকে Sk Mahammad Arian নামে পরিচিত হলাম।

আমি Mahammad Abu Huraira ছিলাম s/o-Sk Jane Alam, পোষ্ট -চক রাধাবন থানা-পাঁশকুড়া জেলা-পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। গত ২৩/১২/২০২২ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক কোর্টের ইভিডেভিট বলে এখন থেকে Sk Mahammad Abu Huraira নামে পরিচিত হলাম

আমি Md Sarwar Ali ছিলাম s/o-Sk Jane Alam, পোষ্ট -চক রাধাবন থানা -পাঁশকুড়া জেলা -পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। গত ২৩/১২/২০২২ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক কোর্টের ইভিডেভিট বলে এখন থেকে Sk Md.Sarwar Ali নামে পরিচিত হলাম।

আমি Mohammad Ushup ছিলাম s/o-Sk Sekendar, পোষ্ট -চক রাধাবন থানা -পাঁশকুড়া জেলা -পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। গত ২৮/১২/২০২২ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক কোর্টের এভিডেভিড বলে এখন থেকে Sk Yousuf Ali নামে পরিচিত হলাম।

# আইমাই এবার 'কিংমেকারে'র ভুমিকায়!

প্রথম পাতার পর

আইমার ছেলেরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবার জন্য লড়াইয়ের চেষ্টা করছে। তাই তাদের সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত জনগণের কাছে আহ্বান জানান রুহুল আমিন ভাইজান। সেইসঙ্গে তিনি এও জানান, জনসংখ্যার অনুপাতে প্রার্থী ঠিক করা হবে। যেখানে যে সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি সেখানে সেই সম্প্রদায় থেকেই প্রার্থী করা হবে।

প্রকাশ্য জন সমাবেশের পাশাপাশি এদিন দুটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুরনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন পাঁশকুড়া যুব আইমার সৈনিকরা। নক আউট শর্ট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গে প্রকাশ্য জন সমাবেশের সঙ্গেই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মতো মহতী কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন আর পাঁচটা সংগঠনের থেকে কেন আইমা আলাদা। প্রকাশ্য জন সমাবেশের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনা করেন আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান। বক্তব্য রাখেন আইমার নানাস্তরের নেতৃবৃন্দও।

*থানে শহরে মেট্রো নির্মাণ কাজের সময় একটি মহিলার উপর পড়ে যায় ভারী লোহার প্লেট। মহিলার মৃতদেহ বের করছেন উদ্ধারকারীরা।*

# থাকার আহ্বান ভাইজানের

প্রথম পাতার পর

পদের লোভে পড়ে কেউ যেন ধোঁকা না খায় সে বিষয়ে কর্মীদের সতর্ক করে দেন আইমা সম্পাদক। সেইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, আইমার সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর কেবলা আইমা সংগঠনটা তৈরি করেছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য, সমাজকে বোঝার জন্য। ইতিমধ্যেই নির্বাচনী কমিটি গঠন হতে শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি আরও জানান, তিনি নিজে কখনওই রাজনীতির ময়দানে নেমে লড়াই করবেন না।

# কাছে দরবার মমতার!

প্রথম পাতার পর

তাহলে তাঁর রাজ্য পরিচালনায় অনেক সুবিধা হত!

শুভেন্দু আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করতে পারেননি বলেই এত রাগান্বিত বিজেপির প্রতি। তিনি পরবর্তী সময়ে মুকুল রায়কে দলে নিয়ে অন্য খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে পিএসি চেয়ারম্যান করেছিলেন। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। তাঁর বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগের জন্য তৎপর হয়েছি আমি। আর শুভেন্দু অধিকারীর এহেন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ একহাত নেন তাঁকে। শুভেন্দুকে বদ্ধ পাগল বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, এতদিন পাগলের মতো ডেট দিয়েছেন। এখন আবার আর এক পাগলামো শুরু করেছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে দেখে তাঁর মায়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন কুণাল। তাঁর কথায়, ফুটপাতের ধারে বসা পাগলের অবস্থা হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ক্রমশ প্রকট হয়ে পড়ছে।

# ভগবান রামের আশীর্বাদ!

প্রথম পাতার পর

কিন্তু শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি বাস্তবিক অর্থে যোগ দিতে পারবেন না।

তাঁর এই বার্তায় রামমন্দিরের প্রধান পুরোহিত নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো যাত্রায়। উত্তরপ্রদেশে যাত্রা শুরুর মুহূর্তে এই নৈতিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রাকে সাফল্যের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছে অনেকটাই। নিজের কেন্দ্রে যাত্রা শুরুর আগে তা রাহুলকে অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। রাহুল গান্ধী তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার সূচনার পর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। বিভিন্ন জগতের দিকপালরা তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন। রাহুল গান্ধী ৩৫০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত দিন গিয়েছে, ততই মানুষের সাড়া মিলেছে। লম্বা হয়েছে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা।

গত ২ জানুয়ারি পাঁশকুড়া পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে আইমার একটি নতুন অফিসের উদ্বোধন করলেন সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান।

# রাতের অন্ধকারে আইমার ব্যানার ছিঁড়ল দুষ্কৃতীরা, প্রতিবাদে পথে নামলেন কর্মীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাতের অন্ধকারে আইমার পতাকা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকে। কে বা কারা এই পতাকা ছিঁড়েছে তা জানা না গেলেও, আইমা নেতৃত্বের বক্তব্য, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে আড়ালে বসে মজা নেওয়া এবং তার থেকে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে ফায়দা তোলার জন্য একশ্রেণির কাটমানি খাওয়া সাম্প্রদায়িক নেতাই যে এই জঘন্য কাজ করিয়েছে সে বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিত মহিষাদল ব্লক আইমা নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, যারা রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো আইমার পতাকা ছিঁড়েছে অবিলম্বে সেইসব অপরাধীদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক জেলায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। ইতিমধ্যে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে চলছে মিটিং-মিছিল,

প্রকাশ্য সমাবেশ এবং ঘরোয়া পর্যায়ের আলোচনাসভা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই সক্রিয়তাই ভয় ধরিয়েছে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে। তৃণমূল নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে দিনকে দিন। ফলে তাঁরা নানাভাবে আইমার কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। কখনও সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলছেন, কখনও মুসলমানদের সংগঠন বলে আইমাকে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কোনও কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না তাঁরা। উল্টে লাভ হচ্ছে আইমার। যত কুৎসা রটানো হচ্ছে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আইমার জনপ্রিয়তা। আর সেই রাগ থেকেই রাতের অন্ধকারে আইমার পতাকা ছিঁড়ে ন্যক্কারজনক মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন তাঁরা, দোষ দিচ্ছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের নির্দোষ মানুষদের ওপর, এমনটাই অভিযোগ আইমা নেতৃবৃন্দের। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা যে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, তাঁরা যে কখনও আইমার ব্যানার-পতাকা ছিঁড়বেন না, আইমার সভাপতি হুজুর কেবলা এবং সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে তাঁরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করেন তা ওই দুষ্কৃতীদের বোঝাবে কে! ফলে নিজেরা পতাকা ছিঁড়ে হিন্দু-মুসলমানে লড়িয়ে দিয়ে ভোটে ফায়দা তুলতে চাওয়ার তাদের প্ল্যান ডাহা ফেল। কারণ আইমা যেটা আজ ভাবে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো একমাস পরে সেই ভাবনা ভাবে, এমনটাই জানাচ্ছেন সংগঠনের নেতৃত্ব। তাই তাদের আইমাকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভেস্তে গিয়েছে বলেই মনে করেন তাঁরা।

এদিকে আইমার পতাকা ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে মহিষাদল ব্লকের বিশিষ্ট যুব আইমা নেতা সেখ মহম্মদ হোসেনের নেতৃত্বে পথে নামেন আইমার সৈনিকরা। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। স্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে এগিয়ে যান। শেষপর্যন্ত প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেন।

# বালেশ্বর আইমা ইউনিটের উদ্যোগে দুস্থদের কম্বল বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ঠান্ডা পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। এই অবস্থায় ঘরে বসে থাকাই যেখানে দস্তুর, সেখানে বিশ্রামের কোনও বালাই নেই

আইমার কর্মীদের। সংগঠনের প্রতিটা ইউনিট নেমে পড়েছে জনসেবার কাজে। শীতকালে বিশেষভাবে দুস্থ-অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকেন সংগঠনের তরুণ সৈনিকরা। প্রতি বছর ঠান্ডার সময় এটা বেশ চেনা ছবি। ফলে এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও আইমার ইউনিটগুলো বেশ সক্রিয়। বিশেষ করে পড়শি রাজ্য ওড়িশার বালেশ্বর আইমা ইউনিট এক কদম এগিয়ে রয়েছে। ওই ইউনিটের পক্ষ থেকে গত ২ জানুয়ারি সোমবার প্রায় ১০০ জনের বেশি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল। প্রচন্ড ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইমার দেওয়া এই কম্বলগুলো তাঁদের রক্ষা করবে বলে জানিয়েছেন অসহায় মানুষগুলো। কম্বলের পাশাপাশি এদিন দুস্থ মানুষগুলোর মধ্যে বিস্কুট ও পানীয় জলও বিতরণ করা হয় এদিন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওড়িশার বালেশ্বর আইমা ইউনিট এর আগেও সমাজসেবার কাজে নজির গড়েছে। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে বিগত দিনগুলোতে তারা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এদিন কম্বল, বিস্কুট এবং পানীয় জল বিতরণের সময় অসহায় ও দুস্থ মানুষগুলোর মুখে যেমন হাসি ফুটে উঠেছিল, তেমনই তাঁরা দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেন আইমার সৈনিকদের। তাঁদের আশীর্বাদের ফলে এমন কর্মসূচি গ্রহণ স্বার্থক হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বালেশ্বর আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব।

# মুর্শিদাবাদ জেলায় সদস্য বাড়ল আইমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট অনেকদিন ধরেই ভালো কাজ করে চলেছে। সমাজে যে সেই কাজের গভীর ছাপ পড়ছে তা বোঝা যায় বিভিন্ন সময় মানুষ এসে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন দেখে। বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি

অ্যাসোসিয়েশনের যতগুলো ইউনিট আছে তার মধ্যে অন্যতম সক্রিয় একটি ইউনিট। এই ইউনিটের হাত ধরে বহু মানবিক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রতিনিয়ত সাংগঠনিক সভা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ছাড়াও যে কোনও পরিস্থিতিতে সমাজসেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া, সব মিলিয়ে মানুষের মনে ভরসার জায়গা তৈরি করে চলেছেন সংগঠনের এই ইউনিটের সৈনিকরা। তাঁদের কাজে মুগ্ধ হয়ে এবার বেশ কয়েকজন আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করলেন। বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট প্রতি মাসে নিয়ম করে যে পর্যালোচনা সভার আয়োজন করে, গত ডিসেম্বরেও তেমনই একটি সভার আয়োজন করেছিল। সেই সভা থেকেই আইমাতে নাম লিখিয়ে নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করেন কয়েকজন।
সংগঠনে তাঁদেরকে স্বাগত জানান বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব।
নতুন সদস্যরাও নব উদ্যমে আইমার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন।
পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শকে মেনে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি তমলুক ব্লকের অন্তর্গত চক শ্রীরাধা পূর্ব পাড়ায় সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

# দুস্থ, এতিম ও বিধবাদের পাশে বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিট

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দুস্থ, অসহায় ও এতিমদের জন্য বরাবরই ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। প্রবল শীতে তাদের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করাই হোক বা যে কোনও প্রয়োজনে এগিয়ে আসা, হাসিমুখে সবসময় তাদের পাশে এসে দাঁড়ান আইমার সৈনিকরা। এবার আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে বেলডাঙ্গা আইমা

ইউনিটের পক্ষ থেকে সংগঠনের সৈনিকরা তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দুস্থ, অসহায় এবং বিধবাদের হাতে তাঁরা তুলে দিলেন শীতবস্ত্র। গত ৩১ ডিসেম্বর শনিবার বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের অন্তর্গত মধ্যমপুর বড়খোলা পাড়া ও সাহেব পাড়ায় গিয়ে এই মহতী কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন আইমা নেতৃত্ব। এছাড়াও এদিন কয়েকজন দুস্থ-অসহায় এতিম বাচ্চাদের মাঝে ব্যাগ বিতরণ করা হয় আইমার ওই ইউনিটের তরফে। আইমার এমন মানবিকতায় অত্যন্ত খুশি অসহায় মানুষগুলো। তারই পাশাপাশি স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজনও সংগঠনের এই মানবিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, বেলডাঙ্গা আইমা ইউনিটের কর্মীদের যে কোনও সময়, যে কোনও দরকারে মানুষের পাশে পাওয়া যায়। অনেকদিন ধরেই এভাবে তাঁরা জনসেবার কাজে নিয়োজিত আছেন বলেও জানান তাঁরা।

# রামকৃষ্ণ মিশনের দুস্থ কর্মীদের উপহার হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ করে না অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। কারণ, এই সংগঠন শুধু সংখ্যালঘুদেরই নয়, সব ধর্মের মানুষই আশ্রয় নিতে পারেন এই সংগঠনের ছাতার নীচে। ধর্মে ধর্মে সহাবস্থান ও সমন্বয়ের শিক্ষা দেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তাঁর নীতি ও আদর্শে প্রাণিত হয়ে আজ তাই আইমাতে নাম লিখিয়েছেন

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে হাজার হাজার মানুষ। ফলে আইমা মনে করে, অসহায় বা দুস্থ মানুষ, তিনি যে সম্প্রদায়েরই হন না কেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানোর দায়বদ্ধতা রয়েছে আইমার। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এবার আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রেরণায় গত ১ জানুয়ারি রবিবার হলদিয়ার বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কর্মরত দুস্থ মানুষদের মিষ্টির প্যাকেট ও কম্বল দিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের সৈনিকরা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এমন অনন্য নজির দেখে মুগ্ধ বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কর্মরত দুস্থ মানুষগুলো। তাঁরা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পাশাপাশি ধন্যবাদ জানিয়েছেন হলদিয়া সাব ডিভিশনাল আইমা অফিসের নেতৃত্বকে। এদিনের এই সুন্দর মনোগ্রাহী কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া পৌর আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব তিমির বেরা, ইমরান খান, মজিবর রহমান, সেখ জাকির হোসেন প্রমুখ।

# নন্দকুমারে নবগঠিত টোটো ইউনিয়নের নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গত ৩১ ডিসেম্বর বিদায় নিল ২০২২ সাল। বছরের এই অন্তিম দিনকেই স্মরণীয় করে রাখল নন্দকুমার ব্লক আইমা ইউনিট। সেখানকার নবগঠিত টোটো ইউনিয়নের নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই দিনেই। উপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার ব্লক আইমা ইউনিটের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সংগঠনের অন্যান্য ইউনিটের নেতৃত্বরা। এছাড়াও টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা এদিন উপস্থিত থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। টোটো চালকদের হাতে নম্বর প্লেট ও লোগো তুলে দেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। এই কর্মসূচির মধ্যে একটি আলোচনার অনুষ্ঠানও রাখা হয়। সেখানে টোটো ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

# শ্রীরামপুরে টোটো-ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নগুলোর নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। আইমার বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্গত টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নগুলো সংগঠনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

বিশেষ করে এই ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি এতটাই দায়বদ্ধ যে, সংগঠনের নেতৃত্বের পরামর্শে টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়ন গঠন করে সেবামূলক কাজের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। তবে সংগঠনে থাকতে গেলে সংগঠনের বেশ কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলতে হয়। গাড়িতে নম্বর প্লেট ও লোগো লাগানো সেই নিয়মেরই অংশ। সেই বিষয়কে সামনে রেখেই এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নম্বর প্লেট ও লোগো বিতরণ করা হল চালকদের মধ্যে। গত ২৭ ডিসেম্বর তমলুক ও ময়না ব্লকের সংযোগস্থল শ্রীরামপুরে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়াও এদিন একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। সেখানে বক্তব্য রাখেন আইমার জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব ছাড়াও টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৩ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ০ ৬ জানুয়ারি ২০২৩ ০ ২১ পৌষ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

# নোটবন্দির গিমিক ও আদালতের রায়

২০১৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর। দেশজুড়ে আচমকা নোটবন্দির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উদ্দেশ্য নাকি খুব পরিষ্কার ছিল বলেই এখনও মনে করেন বিজেপির ছোটো-বড়ো নেতারা। তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন বিজেপি-আশ্রিত একশ্রেণির আমলারাও। ফলে মোদীর এই গিমিককে যত রকমভাবে সত্যি বলে প্রচার করা যায়, তা করতে কসুর করেননি তাঁরা।

সম্প্রতি নোটবন্দি নিয়ে মোদীর উদ্দেশ্যকে বৈধ বলে অভিহিত করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের পাঁচ বিচারপতির চার জনই এব্যাপারে একমত হয়েছেন। কিন্তু বেঞ্চের অন্য সদস্য বিচারপতি বি ভি নাগারত্না নোটবন্দির এই সিদ্ধান্তকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মূল্যায়ন, যে লক্ষ্যে নোটবন্দি করা হয় তা আদৌ পূরণ হয়নি। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মধ্যেই এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এখানে একটা বিষয় জলের মতোই পরিষ্কার। শীর্ষ আদালত যতই মোদীর নোটবন্দির গিমিকের পক্ষে সাফাই গাক না কেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে নোটবন্দি ছিল অভিশাপের সমতুল।

নোটবন্দির মূল উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি রোধ করা এবং কালো টাকায় রাশ টানা। মোদীর আরও একটা উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল আচমকা এই ঘোষণার মধ্যে। তা হল নগদ লেনদেন কমিয়ে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ানো। যদিও এই উদ্দেশ্য ডাহা ফেল করেছিল। নোটবন্দির সময় ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর কথা আজও আমরা ভুলিনি। মহামান্য আদালতের কাছে জিজ্ঞাসা, নোটবন্দির ঘোষণাকে বৈধ হিসাবে তুলে ধরে যে রায় আপনারা দিয়েছেন তাতে কি শতাধিক মৃত্যুর কোনও বিচার হবে! নাকি কালের নিয়মে এটাও একদিন হারিয়ে যাবে? হয়তো এখানে প্রশ্ন আসতে পারে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে ছোটো ছোটো বিষয়কে কি জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না? তাহলেও বলতে হয়, এই 'বৃহত্তর বিষয়' সফল হল না কেন? তাছাড়া মানুষের জীবনের কাছে আর কোনও বড় বিষয় থাকতে পারে কি?

২০১৬ থেকে ২০২২— এই ছয় বছরে দেশে নগদের পরিমাণ কমা তো দূরের কথা। বরং সময় যত এগিয়েছে ততই পাল্লা দিয়ে মানুষের হাতে বেড়েছে নগদের পরিমাণ। কলো টাকা বাজেয়াপ্ত করে প্রতিটি ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা নগদ ঢুকিয়ে দেওয়ার মিথ্যা গল্পটা কি শীর্ষ আদালতের প্রেডিকশনের মধ্যে ছিল না? নাকি উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির গল্পটা আদালত ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি!

নোটবন্দি নিয়ে বিচারপতি বি ভি নাগারত্নার মন্তব্য, ''ক্ষমতার প্রয়োগ, আইনের পরিপন্থী। তাই বেআইনি।'' অথচ তাঁর সেই মতামতের গুরুত্ব হারিয়ে গেল সাংবিধানিক বেঞ্চের বাকি চার সদস্যের মতামতের কাছে। ফলে নোটবন্দির বিরুদ্ধে হওয়া ৫৮টি মামলাও বাতিল হয়ে গেল একইসঙ্গে। অথচ সরকারের যেখানে উচিত ছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে এবং মানুষকে সময় দিয়ে এই ঘোষণা করা, সেখানে সরকার উপযাচক হয়ে নিজেরাই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়াল। মৃত্যু হল শতাধিক মানুষের। কিন্তু এর কোনও বিচার পেলেন না মৃত ব্যক্তির পরিবারগুলো। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত আর বাতিল করা যাবে না এটা সত্যি, কিন্তু যাদের জন্য কোটি কোটি মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হল তাদের কোনও শাস্তি হবে না! শীর্ষ আদালতের বিচারকদের কাছে আবেদন, বিষয়টি ভাবার সময় এসেছে এবার। আম জনতা তাকিয়ে আছে বিচারের আশায়। আদালত একটু এদিকেও দৃষ্টি দিক।

● ● ● ● ● ●

## জীবন বদলের বাণী

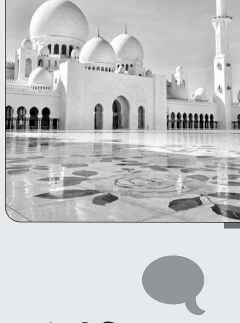

কথা বেশি বললে তার মধ্যে দোষ থাকা অবশ্যম্ভাবী, তাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল বাক্যকে যথাসম্ভব সংযত রাখা। —হজরত সোলায়মান আ.

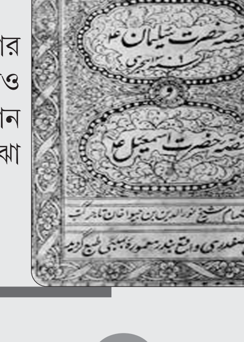

কর্জ পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার দণ্ডস্বরূপ, যখন তিনি কোনও লোককে অপমানিত করতে চান তখন তাহার ঘাড়ে কর্জের বোঝা রাখিয়া দেন। —আল হাদিস

আমল বিহীন এলেম অনেক সময় উপকারী হতে পারে কিন্তু এলেম বিহীন আমল কখনও উপকারী হয় বলে আমার জানা নেই। —হজরত ওসমান রা.

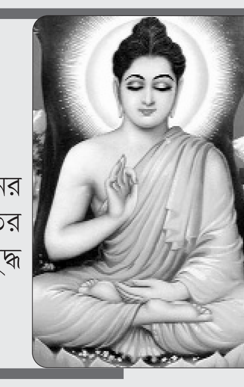

অন্ধকার রাত হল অজ্ঞতা। মনের মধ্যে অজ্ঞতা অন্ধকার রাতের মতন ভয়ংকর। —গৌতম বুদ্ধ

অভ্যাসকে জয় করাই পরম বিজয়।—হজরত আলি রা.

# বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের অবদান

*ইসলামের মহত বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব যে গ্রহিষ্ণু মন দিয়ে সকল ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে এমন সমন্বয় সৃষ্টি করেছে যে ইসলাম এই ধর্ম-কৃষ্টির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে আন্দোলিত করেছে। শান্তি ও শক্তি দান করেছে এবং পৃথিবীর মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক সৃজনশীলতায় নব অধ্যায় সংযোজন করেছে। ইসলাম অপর সংস্কৃতি বা ধর্মের থেকে যা গ্রহণ করেছে তাকে আপন প্রতিভা দ্বারা রূপায়িত করে নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুফিবাদ যদিও বেদান্ত বৌদ্ধবাদীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে এ সত্য ইতিহাস স্বীকৃত হলেও কোনও জাতিরই আপন স্বভাবের মধ্য ও সভ্যতার মধ্যে যদি তার অনুকূল প্রতিভা না থাকে তবে শুধু গ্রহণ বা অন্ধ অনুকরণ করে সংস্কৃতি সৃষ্টি হবে না। সুফিবাদের সত্য পূর্বে ইসলামীয় কৃষ্টিতে ছিল বলেই বৌদ্ধ বেদান্ত প্রভাবে তা পল্লবিত হয়ে উঠেছে।*

**ডা. গৌতম কুমার পাল**

সামগ্রিকভাবে জীবজগতের মাঝে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার নিয়ম দেখা গেলেও মানব সমাজের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেটা হল ভাব বিনিয়মের নিয়ম। এই বৈশিষ্ট্য মানবসমাজে সংস্কৃতি নামক একটি আলাদা শক্তির সৃষ্টি করেছে। প্রাচীনযুগে মানুষ যখন কুটিরের নির্মাণের মধ্য দিয়ে জীবন শুরু করে তখন থেকেই সে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ কারণগুলি চিহ্নিত করে এবং জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ উৎসব ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এলেও দেখা গেছে, বহুকাল ধরে একটি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও আচরণের যে ধারা তৈরি হয়ে যায় সেটিও বয়ে চলে ওই গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্ম এবং সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। প্রাথমিকস্তরের প্রথা, বিশ্বাস, জ্ঞান, ভাষা ও শিল্পগত ধারাকে কেন্দ্র করে যে জীবনবোধের ধারা গড়ে ওঠে। সেই লৌকিক ঐতিহ্যই সংস্কৃতি ও ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের যোগ নিগূঢ়। ধর্মই সংস্কৃতির প্রাণসত্তা। প্রতিটি ধর্মকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। গ্রিক রোমীয় ধর্ম থেকে শুরু করে খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম, হিন্দু-বৌদ্ধধর্ম, কনফুসীয় ধর্ম, জরথুষ্টীয় ধর্মকে কেন্দ্র করে সেই যুগের দেশ-সমাজ-সংস্কৃতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং ধর্মীয় সন্ত বা ব্যক্তিত্বরা যিনি যত বেশি লোক জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে গভীর দার্শনিক ও উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেই উপাদানগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তত বেশি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। এই মূল সত্যটি সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা জরুরি।

সংস্কৃতির দুটি দিক একটি বাহ্যিক অপরটি অন্তরসত্ত্বা বা নিত্যরূপ। বাহ্যিক বা লৌকিক দিকটি অন্তরসত্তা বা প্রাণসত্তাকে আশ্রয় করেই টিকে থাকে। সংস্কৃতির নিত্যরূপের আবেদন চিরন্তন ও শাশ্বত। এর বাহ্যিক বা লৌকিক রূপের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, আচার অনুষ্ঠান/আইন-কানুন, বিবাহ প্রথা, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, রীতিনীতি সর্বই অন্তর্ভূক্ত। এই বাহ্যরূপটি দেশকালের প্রভাবে লালিত, নির্মিত ও রূপায়িত হয়। সেই কারণেই যুগে যুগে, দেশে দেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গে স্থান ও কালের এত প্রভাব ও প্রকাশ এবং পার্থক্য বিদ্যমান। আদান-প্রদান ও মিশ্রণ, সংঘর্ষ বা সংঘাত, ধ্বংস বা সৃষ্টি বা বৃদ্ধি তথা নানা পদ্ধতির মাধ্যমে সভ্যতার যেমন রূপান্তর ঘটে তেমনই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি সংস্কৃতির অবিশ্রান্ত সংক্রমণ ও সঞ্চরণ চলছে যুগযুগ ধরে। সকল সভ্যতারই বুকে এই ভাঙাগড়ার লীলা চলছে অফুরন্তধারায়। তাই যারা অন্ধভক্তি ও মুগ্ধ আনুগত্যের বশে এই লৌকিকরূপকে শাশ্বত ও একমাত্র সত্য বলে মনে করেন তারা ইতিহাস, বিজ্ঞান তথা পৃথিবীর কালধর্মের মূল সত্য যে পরিবর্তন তাকে অস্বীকার করছেন। ফলে এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে জীবন্মৃত হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক আর্শল্ড টয়েনবীর চিন্তায়, চ্যালেঞ্জ এবং তাতে সাড়া দেবার (Response) মধ্য দিয়েই বিভিন্ন জাতির প্রাণশক্তির পরীক্ষা হয়। প্রবল আঘাতের ফলে যেমন বহু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনই আঘাতে সাড়া দেবার মতো যোগ্য মানুষের সাহায্যে বহু সভ্যতা নবজীবনে উত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিস, রোমান, মিশরীয় বা ব্যবিলনীয় সভ্যতা আজ হারিয়ে গেছে। এথেন্স আজও গ্রিসের রাজধানী থাকলেও পেরিক্লিসের এথেন্স আজ কোথায়? মানবসভ্যতায় অবদান রেখে যাওয়া হেলেনিজম (hellenism) -এর কতটুকু ছাপ আছে আজ গ্রিসে বর্তমান? প্রাচীন রোমের ঐতিহ্য-ক্যাপিটোল পাহাড় আজ যাদুঘরের সামগ্রী। অনুরূপ অবস্থা মিশরীয় সভ্যতার বলবৃত্ত ফারাওরা আজ পিরামিডের অন্তরালে, মিশরীয় ঐতিহ্য থেকে মিশরবাসী বিচ্যুত। আসিরিয়া বা ব্যবিলন শুধু তাদের ঐতিহ্য নয়, নাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ভারত আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেনি তার অর্ন্তনিহীত সহনশীলতা ও গ্রহিষ্ণুতার প্রচণ্ড শক্তির বলে। এই সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার শক্তির বলেই সকল আঘাত-বিরুদ্ধ চিন্তাকে আত্মস্থ করে সমন্বয়ের ও বৈচিত্রের পথে সাম্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব যা দেশবন্ধু, নেতাজি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। শক, হুন, পাঠান, মোঘল এক ভারতীয় সত্তায় লীন হয়ে নবজীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম সম্বন্ধেও এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রযোজ্য। ইসলামের মধ্যে আছে সেই সত্য যার আবেদন সর্বকালে ও সকল মানুষের প্রতি সেই সত্য হল মানব সাম্যের বাণী এবং বলিষ্ঠ ভাষায় ইসলাম এই সত্য প্রচার করেছে। উখুবাৎকী জাঙ্গাঙ্গীরী, মুহব্বৎকী ফেরাওয়ানি (ইকবাল) ভ্রাতৃত্বের বিশ্ববিস্তার এবং মানবপ্রেমের অফুরন্ত প্রচেষ্টা এই হল মুসলমানী মূল কথা রমজে মুসলমানী এই হল ইসলামী সংস্কৃতির চিহ্ন। জ্বলন্ত ব্রজ্যের মতো এই বাণী সেদিন ক্ষয়িষ্ণু জীর্ণ পৃথিবীকে আলোর পথ দেখিয়েছে। প্রথম যুগে মুসলমানের জীবনে এই বাণী সহজ নৈতিক ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। হজরত মহম্মদ, আবু বক্কর, ওরম ফারুক প্রমুখ মহামানবের জীবনই এই সাম্য ও নৈতিক সারল্যের জয় পতাকা। একেশ্বরবাদ বা তৌহিদের মন্ত্রকে বুকে গ্রহণ করে এই সাম্য ও সহজ জীবন গড়ে উঠেছে।

সপ্তম দশকের নির্জীব কলুষিত খ্রিস্টধর্ম, মৃতপ্রায় জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম, সংকীর্ণ ক্ষুদ্রতম ও হিব্রুধর্ম যখন মনুষ্যত্বকে জীর্ণ ও সামাজিক শক্তিকে সীমিত করে রেখেছিল তখন ইসলাম নিয়ে আসে সেই দীপ্ত শক্তি যার দুর্জয় বিশ্বাস, সাম্য ও সরল জীবন সকল ক্লান্তি ও সংশয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিল। ত্বরিতে মানুষের চিত্তকে সে জয় করে নিল। ইসলামের এই মহত্ব সর্বকালের ও সর্বজনীন। ইসলামের সারল্য, সাম্য ও বিশ্বাস সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের অনুকরণীয় ও গ্রহণীয়। এইখানেই তো ইসলামের সর্বজনীনতা। ইসলাম বৈজ্ঞানিক মননশীলতাকে সাদরে আহ্বান করেছিল। তাই তো মহান নবির নির্দেশ, ''তলবুল ইলমে ফরিজাতুন আল্লা কুল্লে মুসলিমীন বা মুসলিমাতিন'' মোসলেম নারী-পুরুষ সবার জন্যই জ্ঞানের সন্ধান অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। তাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গুইজো তাঁর রচিত হিস্ট্রি অব ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন বইতে লিখেছেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বিনা বিচারে প্রচলিত ঐতিহ্যকেও মেনে নেয়নি। ভারতপুরুষ বিবেকানন্দ প্রচারশীল খ্রিস্টধর্মের নিতান্ত সংকীর্ণতার পাশে প্রচারশীল ইসলামের আপেক্ষিক উদারতার দিকটি তীক্ষ্নভাবে তুলে ধরে বলেছিলেন, ইসলামের প্রথম তিন শতকের ক্ষিপ্র ক্ষমতাবিস্তারের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের প্রথম তিন শতকের তুলনা করো। খ্রিস্টানধর্ম প্রথম তিন শতকে জগৎ সমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতেও সমর্থ হয়নি এবং যখন কনস্ট্যানটাইনের তলোয়ার, একে রাজ্য মধ্যে ঠাঁই দিলে, সেদিন থেকে কোনকালে খ্রিস্টানধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের (ক্ষেত্রে) কোন সাহায্য করেছে? যে ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রথম প্রকাশ করে যে পৃথিবী সচলা, খ্রিস্টধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন বৈজ্ঞানিক কোন কালে খ্রিস্টানধর্ম অনুমোদিত? আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা ও বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে তার কি অকপট খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব? নিউ টেস্টামেন্টে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোরান বা হাদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইউরোপের সর্বপ্রধান মণীষী ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়, ভিক্টর, হুগোকুল— বর্তমানকালে খ্রিস্টান দ্বারা কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত। অপরদিকে, এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর বিশ্বাসের অভাব। ধর্ম সকলের উন্নতির কার্যকর বা সহায়ক বিশেষরূপে পরিচিত হোক।

দেখা যাবে, ইসলাম যেথায় গিয়েছে সেথায় আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান। খিস্টানধর্ম (অপরধর্ম) কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরব, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কোথায়? খ্রিস্টানেরা ইউরোপের ইহুদিদের কি দশা এখন করেছে? ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার প্রত্যেকটি খ্রিস্টান ধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইউরোপে খ্রিস্টান শক্তি থাকত, তাহলে পাস্তের, কক-এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক সকলকে জীবন্ত পোড়াত, আর ডারউইনকল্পদের শূলে দিত। (৬-২১২-১৩) হাদিস গ্রন্থে হজরতের বাণী, জ্ঞানলাভের জন্য বিশ্বজগৎকে আত্মীয় মনে করতে হইবে। নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জনের ওপর মহান নবি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, সেই বিদ্যা ও জ্ঞান যদি চিন দেশেও থাকে তবে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনো।

'উৎলিবুল ইলমা বলন কানা বিস্‌সীন।'

পবিত্র কোরানের শিক্ষা, হজরতের পূর্বে যে সব মহাপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়েছেন সেই সব সত্যও বিশ্বাস করিতে হইবে। কোরানের শিক্ষা, এমন দেশ বা জাতি নাই যাহাতে ভগবান তাহাদের জন্য কোনও ধর্মগুরুকে পাঠান না (৩৫,২৪)। এই মহাবাণীকে আশ্রয় করিয়াই নিজামুদ্দিন ঔলিয়ার দরগার হাফিজ হুসেন নিজামী এক পুস্তকে লেখেন, হিন্দুস্তানকে দো পয়গম্বর-রাম ওর কৃষ্ণ। সালাম আল্লাহী অলরহিম পূর্ববর্তী সকল ধর্মপ্রবর্তকদের নামও হয়তো এখন সকলে জানে না (৪০, ৭৮)। ভগবান যখন যেখানে যে কোনও ভক্তর কাছে সে সত্য ঘোষণা করিয়াছেন, হজরত মহম্মদ বলেন, সেই সবই ইসলাম পন্থীদের পক্ষে মান্য, তাহার মধ্যে কোনটাকে মান্য করিয়া কোনটাকে অমান্য করা অনুচিত (২, ২৮৫)। ভগবান যে প্রকৃতি ও মানবস্বভাব রচনা করিয়াছেন তাহাই সত্য ধর্ম (৩০, ২৯) ভগবদ বিশ্বাসী মাত্রেই ভাই ভাই। সকল নরনারী সর্বজাতি তাহারই সৃষ্টি। যিনি তাহাদের মধ্যে বেশি ধার্মিক ও সত্যব্রত তিনি ধন্য (৪৯, ১৩)। হজরত মহম্মদ বলেন, যতদিন আমরা আমাদের সব মানবভ্রাতাকে না ভালোবাসিতে পারি ততদিন আমাদের ভগবদ ভক্তি মিথ্যা।

কোরান বলেন, কেহ যদি তোমার প্রতি অকল্যাণ ও অসাধু আচরণ করে, তবে তাহাকে কল্যাণ ও সাধু আচরণই ফিরাইয়া দেবে। ইহাতে যে আজ শত্রু সে কাল বন্ধু হইয়া যাইবে (৪১, ৩৪)। আত্মীয়-স্বজনে, অনাথ, দীনদরিদ্র প্রতিবেশীর কল্যাণ করিতে হইবে (৪, ৩৬)। হজরত বলেন, ছোটকে স্নেহ ও বড়কে শ্রদ্ধা করিতে পারে সে আমাদের কেহ নহে। যে ইসলামের নাম করিয়া অন্যায় ও অত্যাচার করে সে ইসলামের কেহ নয়। সে ইসলামের শত্রু। তাহার ব্যবহারের দ্বারা সে হজরতকে অসম্মানিত করে। লোকে মনে করিতে পারে এই রকমই বুঝি হজরতের উপদেশ। (পৃ ১২-১৩, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী)।

ইসলামের মহত বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব যে গ্রহিষ্ণু মন দিয়ে সকল ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে উপাদান নিয়ে এমন সমন্বয় সৃষ্টি করেছে যে ইসলাম এই ধর্ম-কৃষ্টির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে আন্দোলিত করেছে। শান্তি ও শক্তি দান করেছে এবং পৃথিবীর মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক সৃজনশীলতায় নব অধ্যায় সংযোজন করেছে। ইসলাম অপর সংস্কৃতি বা ধর্মের থেকে যা গ্রহণ করেছে তাকে আপন প্রতিভা দ্বারা রূপায়িত করে নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুফিবাদ যদিও বেদান্ত বৌদ্ধবাদীদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে এ সত্য ইতিহাস স্বীকৃত হলেও কোনও জাতিরই আপন স্বভাবের মধ্য ও সভ্যতার মধ্যে যদি তার অনুকূল প্রতিভা না থাকে তবে শুধু গ্রহণ বা অন্ধ অনুকরণ করে সংস্কৃতি সৃষ্টি হবে না। সুফিবাদের সত্য বীজানারে পূর্বে ইসলামীয় কৃষ্টিতে ছিল বলেই বৌদ্ধ বেদান্ত প্রভাবে তা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। ইকবাল, খুদা বক্স এই সত্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা বিজ্ঞানসম্মত (contribution to the history of Islamic civilization by Khuda Buksh)। ইসলামীয় আইনকানুনের আলোকে রোমীয় আইনকানুন থেকে গৃহীত, বিশেষত্ব অভিভাবকত্ব, উইল, জামিন পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি। কিন্তু ইসলাম এগুলি গ্রহণ করেও আপন কানুনী ব্যবস্থার অপূর্ব প্রতিভা ও নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছে। একেশ্বরবাদ হিব্রুদেরও ছিল, হিন্দুদেরও ছিল, খ্রিস্টানদেরও ছিল। কিন্তু ইসলাম যেভাবে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগ ঘটাল তাই হয়ে উঠল তদানিন্তন কালের বিচারে যুগোপযোগী ও অদ্ভুত প্রতিভাব্যাঞ্জক। অনুরূপভাবে বলা যায় গম্বুজ শৈলী-বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। কারণ পারস্যের যে বাল্ব আকৃতির গম্বুজ সৃষ্টি হয়েছিল তা বৌদ্ধস্তূপের রীতি থেকে গৃহীত এবং ক্রমে পারস্য সভ্যতার সাথে সাথে এই স্থাপত্যশিল্পও সারাসেনী সভ্যতা গ্রহণ করেছে বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। সুন্নৎ প্রথা ও ঐতিহাসিকদের মতে বাইজানটাইন দরবার থেকে নেওয়া হয়েছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আবার অনেকের অভিমত, প্রাচীন ভারতের দাক্ষিণাত্যবাসীরা এই প্রথার অনুসারী ছিলেন। লুঙ্গি বা কাছাহীন কাপড় পরা প্রথাও দেড় হাজার বছরের অধিক পূর্বে বৌদ্ধরা পালন করত। তেমনই হারেমে খোজা রাখ বার রীতিও বাইজানটাইন দরবারের দান।

> কেহ যদি তোমার প্রতি অকল্যাণ ও অসাধু আচরণ করে, তবে তাহাকে কল্যাণ ও সাধু আচরণই ফিরাইয়া দেবে। ইহাতে যে আজ শত্রু সে কাল বন্ধু হইয়া যাইবে (৪১, ৩৪)। আত্মীয়-স্বজনে, অনাথ, দীনদরিদ্র প্রতিবেশীর কল্যাণ করিতে হইবে (৪, ৩৬)। হজরত বলেন, ছোটকে স্নেহ ও বড়কে শ্রদ্ধা করিতে পারে সে আমাদের কেহ নহে। যে ইসলামের নাম করিয়া অন্যায় ও অত্যাচার করে সে ইসলামের কেহ নয়। সে ইসলামের শত্রু।

ইসলাম সংস্কৃতির নিত্য দিক অর্থাৎ সাম্য-শান্তি-বিজ্ঞান মনস্কতা, সহিষ্ণুতা-সহনশীলতা-উদারতা জন্ম দিয়েছে। ৯৭৩ খ্রিস্টাধে মরক্কোদেশে অবু অল আলা মু-আররীর ন্যায় মুক্ত চিন্তার মণীষীকে যিনি মূর্তিপূজাকেই শুধু পৌত্তলিকতা বলতেন না, বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ গ্রন্থ, বিশেষ ভাষা, বিশেষ দেশ, বিশেষ দিন, বিশেষ দিককে মানাও পৌত্তলিকতা বলে মনে করতেন। জিন্দিক, মৌলানা রুমী, হাফেজ, ওমর খয়্যামের মতো মহান মানবপ্রেমিকবৃন্দ তো ইসলামেরই সৃষ্টি। এছাড়াও বিশ্বসভ্যতায় মহান মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা— নয়টি বু অলী সেনা, ইবন রুশদে, ইবন তুফেন, অল গজজালী, জাহিজ, ইবন খল্লিকান, ইবন তৈমিয় ইবন খলদুল প্রমুখ। ভারতবর্ষেও ইসলামের বিশাল অবদান ইতিহাস সিদ্ধ। মধ্যযুগের মরমিয়া সঠিক কবীর, দাদূ, রজ্জব, শাহলতিফ, সচল, রোহন, কুতুব, বেদিন, কেবস প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। আবুল ফতলে, ফৈজী, অল বিরুনী প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু রচনা করেছেন সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। অবদর রহিম, অজিস শাহ প্রমুখ বিদগ্ধেরা বৈষ্ণব সাহিত্যের বড় রসজ্ঞ ছিলেন। আমাদের বাংলার আউল-বাউল-মুরশিদা ফকিরী গানের মধ্য দিয়ে মিলনের সুরই বাজে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেতার, তবলা সৃষ্টির পাশাপাশি ইসন ও ইমন যুক্ত সব রাগই মুসলমানদের সৃষ্টি। ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরী, টপ্পা সর্বপ্রকার ভারতীয় সঙ্গীত সাহিত্যশিল্পেও মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মীর সৈয়দ আলি, খাজা আবদুশ সমাদ, আবুল দুর্গান প্রমুখ। আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ থেকে বিদ্রোহী সিপাহী সিংগাপুর দখলকারী ডাণ্ডী খাঁ, বিপ্লবী বরকতুল্লা, ওবেদুলা সিদ্ধি, আসফাউল্লা আলিমুদ্দান সাহেবের (মাস্টারমশাই) সহ অসংখ্য বিপ্লবী সর্বোপরি নেতাজির আজাদ হিন্দ সংগ্রামের মুক্তি সৈনিকবৃন্দের মধ্যে অগ্রভাগটাই ছিলেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তাই আজ যারা এই মহান সম্প্রদায়কে ব্রাত্য করতে চক্রান্তে লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্যে বলি বিবেকানন্দের চিন্তায় বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহের মিলনেই ভারতের একমাত্র উত্থানের পথ নিহিত। স্মরণ করি রজ্জবজীর বাণী— 'সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ
না মিলে সো ঝুঠ।''

'সাম্প্রদায়িক সত্য বলে কোনও সত্য নাই। জগতের চরম সত্যের সাথে যে সত্য খাপ না খাইল তাহা ঝুঠ।'

শেষ করি ইকবালের সাবধানবাণী দিয়ে—
'জ্বলালে বাদশাহী হো কে জমহোরী তামাশা হো
জুদা হো দীন সিয়াসৎসে রহয়াতী হে চেঙ্গিজি।''

ইসলামী সাম্য, মানবিকতার নামে 'জামহোরী তামাশা' বা ডেমোক্রেটিক মিথ্যাটারই সম্বল হবে এবং যা বাস্তবে পরিণতি পাবে তার নাম 'চেঙ্গিজি'। ইসলামী সংস্কৃতির নামে ধুমজাল সৃষ্টি করে ইসলামী সাম্য ও সরলজীবনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যারা জনতাকে বিভ্রান্ত তথা শোষণ করবে, ইতিহাসের নেমেসিস তাদের ওপর নেমে আসবেই একদিন। তাই উদারতা ও সাম্যের যে পথ মহানবি দেখি য়েছেন সেই পথই বাঁচার পথ, ন্যায়ের পন্থা— কারণ মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ইমানের একটি অঙ্গ। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে ১৮৯৮ সালের ১০ জুন যে পত্র লিখে ছিলেন বিবেকানন্দ তাতে তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন— 'আমাদের নিজ মাতৃভূমির পথে হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্ম এই দুই মহান মতের সমন্বয় বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা।

আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ বিশৃঙ্খল ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে। এই স্বপ্নই বহন করেছিলেন নিবেদিতা, দেশবন্ধু, বিপ্লবী মুক্তি সাধকেরা সর্বোপরি নেতাজি।

*লেখক—সম্পাদক*
*নতুনের সন্ধান পত্রিকা*

# নতুন বছরে ভোট একাধিক রাজ্যে বদলে যাবে জাতীয় রাজনীতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখেছে ২০২২। এবার নজরে ২০২৩। এ বছর ভোটের বাদ্যি বাজবে একাধিক রাজ্যে। স্থির হবে আগামী পাঁচ বছর রাজ্যগুলির মসনদে থাকবে কারা। বিধানসভা নির্বাচন হবে ৯টি রাজ্যে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক এবং তেলঙ্গানা। আর উত্তর-পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্য— ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে ভোট রয়েছে। এছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরেও ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাঘেলকে সামনে রেখেই লড়াই করবে কংগ্রেস। তবে রাজস্থান নিয়ে কংগ্রেসের মাথাব্যথা বাড়বে। এখন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। কিন্তু, সচিন পাইলটের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা আর চাপা নেই। শীর্ষ নেতৃত্বও তা জানে। এমনকী, রাজস্থানের একাধিক বিধায়কও পাইলটকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। এই পরিস্থিতিতে কাকে সামনে রেখে রাজস্থানে কংগ্রেস লড়াই করে, সেটাই দেখার। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই দুই রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসতে মরিয়া বিজেপিও। কর্নাটক ও মধ্যপ্রদেশে এই মুহূর্তে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। তবে ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তারা কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। ২০১৮ সালে মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের পর কমল নাথের নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু, বেশিদিন সরকার ধরে রাখতে পারেনি। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেন। যার জেরে কংগ্রেস সরকার ভেঙে যায়। তারপর শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠন করে বিজেপি। জ্যোতিরাদিত্য এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ফলে বিজেপির আশা, এবার তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করবে।

২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কর্নাটকে কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বিজেপির বি এস ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথবাক্য পাঠ করেন। কিন্তু, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় পদত্যাগ করেন তিনি। এরপর কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করে জেডিএস। মুখ্যমন্ত্রী হন এইচ ডি কুমারস্বামী। কিন্তু, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সরকার ভেঙে যায়। কর্নাটকে ফের ক্ষমতায় আসে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হন বি এস ইয়েদুরাপ্পা। কিন্তু, ২০২৩ সালের নির্বাচনকে মাথায় রেখে ২০২১ সালে দক্ষিণের এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল করে বিজেপি। ইয়েদুরাপ্পার জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হন বাসবরাজ বোম্মাই। কিন্তু, ইয়েদুরাপ্পার প্রভাবের কথা মাথায় রেখে তাঁকে দলের সংসদীয় বোর্ডের সদস্য করা হয়। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে ২০২৩ সালে সরকার গঠনে মরিয়া বিজেপি। এখন দেখার, তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে কি না।

২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক রাজ্য হওয়ার পর তেলঙ্গানায় সরকার গঠন করে তেলঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি। মুখ্যমন্ত্রী হন কে চন্দ্রশেখর রাও। ২০১৯ সালে এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও সরকার ভেঙে দিয়ে ভোট এগিয়ে আনেন কে সি আর। ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে কে সি আর ফের মুখ্যমন্ত্রী হন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে কে সি আর নিজের দলের নাম বদলে রেখেছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি। তবে বিজেপির দাবি, বিধানসভা নির্বাচনেই পরাজিত হবেন কে সি আর। নতুন বছরে উত্তর-পূর্বের চার রাজ্যে ভোট রয়েছে। ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও মিজোরাম। ত্রিপুরায় ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। নির্বাচনকে মাথায় রেখে গেরুয়া শিবির এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল করেছে। বিপ্লব দেবের জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মানিক সাহা। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, মানিক সাহাকে মুখ করেই ২০২৩ সালে নির্বাচনে লড়াই করবে বিজেপি। মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডে বিজেপি জোট সরকারে রয়েছে। আর মিজে ারামে সরকারে রয়েছে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, এই চার রাজ্যে ভোটের দিকে বাড়তি নজর থাকবে গেরুয়া শিবিরের। এই ৯টি রাজ্য ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরেও বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে। এই মুহূর্তে কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কিন্তু, কেন্দ্র জানিয়েছে, পরিস্থিতি অনুকূল হলে সেখানে নির্বাচন ফিরিয়ে আনা হবে। ফলে নতুন বছরে উপত্যকায় ভোট হয় কি না, সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে মূলত লড়াই হবে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। কর্নাটকে ত্রিমুখী লড়াই। বিজেপি, কংগ্রেস ও জেডিএস। একইরকমভাবে ত্রিমুখী লড়াই হবে তেলঙ্গানা ও ত্রিপুরাতে। তেলঙ্গানায় প্রধান তিনটি দল টিআরএস, কংগ্রেস ও বিজেপি। আর ত্রিপুরায় লড়াই হবে বিজেপি, কংগ্রেস ও বামেদের মধ্যে।

## জ্বালিয়ে দেওয়া হল বিপ্লব দেবের বাড়ি

### নিশানায় সিপিএম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। সঙ্গে চলল লুঠপাট, ভাঙচুর। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই তাণ্ডব চলেছে ত্রিপুরার উদয়পুরে। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট বাড়িটি বিপ্লব দেবের পৈতৃক ভিটে ছিল। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে সিপিএম-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

ত্রিপুরা বিজেপির অভিযোগ, উদয়পুরে বিপ্লব দেবের পৈতৃক ভিটেতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একদল দুষ্কৃতী হামলায় চালায়। তারা সকলেই সিপিএম-আশ্রিত। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাড়িতে। ভাঙচুরও চালানো হয়। জানা গিয়েছে, প্রতিবছরই বিপ্লব দেব তাঁর পৈতৃক এই বাড়িতে বাবা হিরুধন দেবের স্মৃতিতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই রয়েছে সেই অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। তার আগেই এই হামলার ঘটনায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিজেপির তরফে আরও অভিযোগ তোলা হয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রথমে দুষ্কৃতীরা বিপ্লব দেবের বাড়িতে হামলা করে। পরে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় আশপাশের কিছু দোকান এবং দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতেও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার ঘটনায় কোনও হতাহত হয়নি। তবে এর সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, এখনও পর্যন্ত সিপিএমের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

## ভিন্ন মত পোষণ করে আবার শিরোনামে বিচারপতি নাগারত্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবারও 'নিজস্বতা' বজায় রাখলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগারত্ন। জনপ্রতিনিধিদের বাক সংযম নিয়ে মামলায় ৪ বিচারপতির থেকে ভিন্ন মত দিলেন তিনি। শীর্ষ আদালতের সংবিধানিক বেঞ্চ জানায় জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, সাংসদদের ওপর বাক সংযমে অতিরিক্ত কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রয়োজন নেই। যদিও বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, যেহেতু জন প্রতিনিধি এবং সেলিব্রিটিদের বক্তব্য জনমানসে প্রভাব ফেলে ফলে তাঁদের অতিরিক্ত সতর্ক থাকা দরকার।

বিচারপতি নাগারত্ন তাঁর রায়ে বলেছেন, ''আমাদের মতো একটি দেশে বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার খুবই জরুরি। যাতে সাধারণ মানুষ সরকারের কাজ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে পারে।'' তিনি বলেন, ''জনপ্রতিনিধি এবং সেলিব্রিটিদের সমাজে প্রভাব এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁদের আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হবে। যেহেতু তাঁদের বক্তব্য বৃহত্তর সমাজজীবনে প্রভাব ফেলে সেই কারণেই তাঁদের কোনও মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকতে হবে।''

বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, ঘৃণা ভাষণ সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে মৌলিক মূল্যবোধে আঘাত করে এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আঘাত করে। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে অর্থাৎ ভারতে। বিচারপতির কড়া মন্তব্য, ''জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির মানুষের মতো মর্যাদা। জন প্রতিনিধিদের আলটপকা এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যে রাশ টানতে সংসদের ওপর দায়িত্ব চাপিয়েছেন তিনি। বিচারপতি নাগারত্ন বলেছেন, সব ব্যাপারে আইন তৈরির দায়িত্ব সংসদের। রাজনৈতিক দলগুলোকে বিচারপতির বার্তা, তাদের উচিত আচরণ বিধি তৈরি করে তাদের নেতা, মন্ত্রীর উস্কানিমূলক মন্তব্যে রাশ টানা। তিনি জানিয়েছেন কোনও নাগরিক এই ধরনের মন্তব্যে যদি অপমানিত বা বিব্রত বোধ করেন তাহলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। গতকাল নোট বাতিল নিয়ে চার বিচারপতির থেকে আলাদা রায় দিয়েছিলেন তিনি। মামলাকারীদের পক্ষে রায় দিয়ে বিচারপতি নাগারত্ন বলেছেন, ''রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইনের ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সুপারিশ করার কথা ছিল আরবিআই-এর কেন্দ্রীয় বোর্ডের। কিন্তু সুপারিশ এসেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।''

## চোরাশিকার রোখায় বড় সাফল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বর্তমানে দেশে একশৃঙ্গ গণ্ডারের দেখা মেলে শুধু অসমেই। কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই পাচারকারী ও চোরাচালানকারীদের উপদ্রবে। বিনা অনুমতিতে জঙ্গলে প্রবেশ করে গণ্ডারদের হত্যা করে কোটি কোটি টাকা কামায় পাচারকারীরা। লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি হয় গণ্ডারের শিং। গণ্ডারের শিকার ও চোরাচালান রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। তার ফলই এবার মিলল। অসম সরকারের তরফে জানানো হল, ২০২২ সালে একটিও একশৃঙ্গ গণ্ডার মারা পড়েনি। মঙ্গলবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, সশস্ত্র বাহিনী ও বনবিভাগের কর্মীদের কড়া নজরদারিতেই এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। একইসঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমেও অসম এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর তালিকায় একশৃঙ্গ গণ্ডারকে অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকেই সরকারের তরফে গণ্ডার সংরক্ষণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য মেলেনি কোনওটিতেই। মঙ্গলবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, বিগত ২০ বছর বাদে এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ''হয়তো ২০-২৫ বছর বাদে অসমে গোটা বছরে একটিও গণ্ডারের শিকার হল না। শেষবার অসমে গণ্ডারের শিকার হয়েছিল ২০২১ সালের ২৮ ডিসেম্বর, গোলাঘাট জেলার হিলাকুণ্ডায়।''

গণ্ডারের শৃঙ্গ ব্যবহার করে নানা ওষুধ তৈরি করা যায়, এই তত্ত্ব নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''ওষুধ প্রস্তুতিতে গণ্ডারের শৃঙ্গ ব্যবহার করার ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। গণ্ডারের শৃঙ্গের কোনও বিশেষ ঔষধি উপকারিতা নেই।'' চোরাপাচারকারীদের কড়া বার্তা দেওয়ার জন্য ২০২১ সালে উদ্ধার হওয়া ২৪৯৭টি গণ্ডারের শৃঙ্গ জনসমক্ষে পুড়িয়ে দেওয়ার উদাহরণও টেনে আনেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের জুন মাসে অসম সরকারের তরফে ২২ সদস্যের একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল জিপি সিংয়ের নেতৃত্বে। চোরাপাচারকারীদের রুখতে জঙ্গলগুলিতে সশস্ত্র কম্যান্ডো বাহিনীও পাঠানো হয়। গোলাঘাট, নাগাঁও, কারবি অ্যাংলং, বিশ্বনাথ, সোনিতপুর, দারাং, মোরিগাঁও, বাকসা, চিরাং, বরপেচা ও মাজুলি-সহ মোট ১১টি জেলা, যেখানে সাধারণ ও একশৃঙ্গ গণ্ডারের বসবাস, সেখানের বন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদেরও এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য বানানো হয়। অসম সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সবথেকে বেশি গণ্ডারের শিকার হয়েছিল ২০১৩ ও ২০১৪ সালে। বছরে কমপক্ষে ২৭টি গণ্ডারের হত্যা করেছিল পাচারকারীরা। ২০১৬ সালে ১৮টি গণ্ডারের শিকার করে চোরাচালানকারীরা। এরপরই রাজ্য সরকার চোরাশিকার রুখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে গণ্ডারের শিকার কমতে থাকে। ২০২১ সালে মাত্র ১টি গণ্ডারের শিকার করে চোরাচালানকারীরা। উল্লেখ্য, অসমের কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে বর্তমানে ২৬১৩টি গণ্ডারের বসবাস। বিগত কয়েক বছর ধরে গণ্ডারের সংখ্যা বাড়ছে এই জাতীয় উদ্যানে।

*ঠান্ডায় জবুথবু নিউদিল্লিতে ফুটপাথে আগুন জ্বালিয়ে একটু উষ্ণতার ছোঁয়া।*

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

# বিজেপির বিরুদ্ধে দ্বৈত লড়াইয়ের বার্তা সিপিএমের

**নিজস্বপ্রতিনিধি:** নির্বাচন এলেই সার্বিক বিরোধী ঐক্য নিয়ে নানা চর্চা হয়। কিন্তু নির্বাচনী সমঝোতার রণকৌশলেই কেবল বিজেপির মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন প্রকাশ কারাত। সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের মতে, সামনে বিজেপি 'মুখোশ' আর পিছনে আসল 'মুখ' আরএসএস। এমন রাজনৈতিক শক্তি অনন্য। তাদের প্রভাবও বিপুল। এই আরএসএস-বিজেপির শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলে মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্নে দৈনন্দিন আন্দোলনের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রামকে মেলাতে হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা করে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না বলেই মত দিচ্ছেন কারাট।

নির্বাচন এলেই সার্বিক বিরোধী ঐক্য নিয়ে নানা চর্চা হয়। কিন্তু নির্বাচনী সমঝোতার রণকৌশলেই কেবল বিজেপির মোকাবিলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন প্রকাশ কারাত। সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের মতে, সামনে বিজেপি 'মুখোশ' আর পিছনে আসল 'মুখ' আরএসএস; এমন রাজনৈতিক শক্তি অনন্য। তাদের প্রভাবও বিপুল। এই আরএসএস-বিজেপির শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলে মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্নে দৈনন্দিন আন্দোলনের সঙ্গে মতাদর্শগত সংগ্রামকে মেলাতে হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা করে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না বলেই মত দিচ্ছেন কারাত।

প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে মঙ্গলবার সিপিএমের দৈনিক মুখপত্রের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে 'দক্ষিণপন্থার বিপদ ও তার প্রতিরোধ' বিষয়ে আলোচক ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য প্রকাশ কারাত। ব্রাজিল, আমেরিকা, ইতালি, তুরস্কের মতো নানা দেশের পরিস্থিতি

তুলে ধরে কারাত ব্যাখ্যা করেছেন, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দক্ষিণপন্থার কীভাবে উত্থান ঘটেছে এবং কীভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। এই সূত্রেই তাঁর বক্তব্য, এ দেশে আরএসএস-বিজেপির 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' দক্ষিণপন্থারই আর এক রূপ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রবল সক্রিয় আরএসএস এমন ভাবে সাধারণ, খেটে-খাওয়া মানুষের মনেও হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তার ধারণা গেঁথে দিচ্ছে যে, প্রতিদিনের জীবনে বিবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বড় অংশের মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে চলেছেন। 'সফল' কৃষক আন্দোলনেরও পরেও উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ভোট বেড়েছে, গুজরাতেও তারা আরও এগিয়েছে। এই কারণেই বিজেপির মোকাবিলা আর পাঁচটা দলের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো নয়।

গেরুয়া শিবিরের দক্ষিণপন্থী দাপটের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশল আলোচনা করতে গিয়ে কারাত বলেন, ''মানুষের রুটি-রুজি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে আন্দোলনকে আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। আরও মানুষকে সংহত করতে হবে। সেই সঙ্গেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপজ্জনক দিক চিহ্নিত করে পাল্টা আদর্শগত লড়াই করতে হবে। আদর্শগত লড়াইয়ের মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে অন্যান্য দলও এগিয়ে আসতে পারে। শুধু নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপার নয় এটা।'' ত্রিপুরায় ২০ বছরের বাম সরকারকে পরাস্ত হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁদের 'আদর্শগত জয়' হল। সেই উদাহরণ দিয়ে কারাটের মন্তব্য, ''গত বছরও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বামেরা একটা প্রান্তিক রাজ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেও তাদের আদর্শের বিপদ রয়ে গিয়েছে! ওঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী চিনে নিয়েছেন। জাতীয় স্তরে বামেদের শক্তি এখন বলার মতো নয়। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে আদর্শগত শক্তি বামেদেরই আছে, অন্য কারও নেই।''

## সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাজুড়ে বিক্ষোভ হল। ক্ষীরপাই হালদারদিঘি ও দাসপুরে সকাল থেকেই পথ অবরোধ চলে। রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ আদিবাসী সংগঠনের। আন্দোলনে ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। সকাল থেকে অবরুদ্ধ রাজ্য সড়ক। আটকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন দূর পাল্লা যাত্রীবাহী গাড়ি,পণ্যবাহী গাড়ি। আদিবাসী সংগঠনের দাবি, আপাতত ১২ ঘন্টার বনধের ডাক। সরকার দাবি না মানলে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ চলবে। অশান্তি এড়াতে কড়া পুলিশি নজরদারি। ১২ দফা দাবি দাওয়া আদায়ে রাজ্যজুড়ে ১২ ঘণ্টা চাক্কা জ্যাম বা পথ অবরোধে সামিল আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। বুধবার সকাল ৬ টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ১২ ঘণ্টা পথ অবরোধ সামিল হয়েছে আদিবাসীদের বৃহৎ সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। এই সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেল অবরোধ কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে। তেমনই আজ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় চন্দ্রকোণার ক্ষীরপাই হালদারদিঘি মোড়ে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা ও ক্ষীরপাই-আরামবাগ রাজ্যসড়ক অবরোধে সামিল সংগঠনের নেতা কর্মীরা। দাসপুরের বকুলতলায় ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্যসড়ক অবরোধে সামিল আদিবাসীদের এই সংগঠন। সাতসকালে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসড়কে পথ অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। অশান্তি এড়াতে বিভিন্ন অবরোধস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের নেতৃত্বের দাবি, পথঅবরোধ বা চাক্কা জাম কর্মসূচি পূর্ব ঘোষিত। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করে আসা তাঁদের ১২ দফা দাবি পূরণে সরকার কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় একরকম বাধ্য হয়েই রাজ্য কমিটির ডাকে ১২ ঘণ্টা রেল ও পথঅবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের তরফে প্রকাশিত ১২ দফা দাবিগুলোর অন্যতম হল 'বীরভূমের দেওচা পাচামি'তে কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল করা, প্রস্তাবিত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল ২০২২ বাতিল করা, এসসি-এসটি আইডেনটিফিকেশন সংশোধনী প্রত্যাহার করা, অবিলম্বে পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা-সহ আরও অন্যান্য। আদিবাসী সংগঠনের এই পথ অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা।

### 'মিথ্যে কথা বললে রামধোলাই'

## বাঁকুড়ায় কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর মন্তব্যে তুমুল বিতর্ক

**নিজস্বপ্রতিনিধি:** প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নিয়ে রাজ্যজুড়ে জোর বিতর্ক চলছে। আবাস যোজনার তালিকা তৈরিতে বিস্তর গরমিল ও বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতি ইস্যুতে এবার বেফাঁস মন্তব্য করে আইন হাতে তুলে নেওয়ার নিদান দিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। দুর্নীতিগ্রস্তদের 'রামধোলাই' ও মিথ্যাবাদীদের 'উত্তম মধ্যম' দেওয়ার নিদান দিয়েছেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার সিমলাপালে এক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে নাম না করে তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন সুভাষ সরকার। ওই গ্রামের দলীয় কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ''মিথ্যে কথা বললেই তার যা শাস্তি দেওয়ার তাই দিন। দরকার হলে উত্তম মধ্যম দিন। প্রয়োজন হলে ধোলাই দিয়ে গ্রাম থেকে বের করুন। মিথ্যে কথা যে বলে তাঁর শাস্তি রামধোলাই।'' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এহেন মন্তব্য রীতিমতো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সাংসদ তথা মন্ত্রী বলেন, ''যেভাবে আবাস যোজনাতে দুর্নীতির কথা জানা যাচ্ছে, মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাতে আমাদের মনে হচ্ছে এই ঘটনায় নিয়োগ দুর্নীতির তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। আবাস যোজনায় সব মিলিয়ে যে পরিমাণ টাকা নয়ছয় হয়েছে তা নিয়োগ দুর্নীতির সমান। বারবার তৃণমূলের লোকেরা গ্রামে গ্রামে এসেছে বলছেন রেশন তারা দিচ্ছে। পাঁচ কেজি করে চালও তাদের দেওয়া। আসলে তা তো কেন্দ্রের থেকে আসছে। এইরকম মিথ্যে কথা বললে তাঁকে উত্তম মধ্যম দেওয়া দরকার। উত্তম মধ্যম দিলে অন্তত মিথ্যে কথা বলা বন্ধ হবে।''

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা করেছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলের দাবি, মানুষকে হাতে আইন তুলে নেওয়ার জন্য উস্কানি দিচ্ছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী। সুভাষ সরকারকে পালটা আক্রমণ করেছে তৃণমূল। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এই প্রসঙ্গে বলেন, ''সুভাষ সরকারের সুপারিশে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কল্যাণী এইমসে চাকরি পেয়েছেন বাঁকুড়া বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার মেয়ে। বিজেপি বরাবরই হিংসার রাজনীতি করতেই অভ্যস্ত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও একই ভাষায় কথা বলেছেন। আমি মোটেই বিস্মিত হচ্ছি না।''

# 'বঙ্গে এল বলে', শুভেন্দুর মুখেও এবার বুলডোজার-বুলি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বঙ্গেও বুলডোজারের আগমনী বার্তা? বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বুলডোজার ঢোকা এখন সময়ের অপেক্ষা! তাঁর নতুন ভবিষ্যদ্বাণী— উত্তরপ্রদেশ, অসমের পর কোচবিহার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বুলডোজার ঢুকছে। তাঁর এই হুঁশিয়ারি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বঙ্গ-রাজনীতিতে। মঙ্গলবার মালদহের গাজলের দলীয় জনসভায় 'বন্দে ভারতে' পাথর ছোড়ার ঘটনাকে নিশানা করেন শুভেন্দু। সেখানে তাঁর হুঙ্কার, 'ডবল ইঞ্জিন সরকার আসছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়া পার্টি— তোমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে বুলডোজার চলা শুরু হয়েছিল। অসম, কোচবিহার হয়ে এ রাজ্যে বুলডোজার ঢুকল বলে।' তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, উত্তরপ্রদেশেও বন্দে ভারত একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শুভেন্দু চুপ কেন? রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'ফাঁকা কলসি বাজে বেশি। এ রাজ্যে বুলডোজার ঢোকাতে গেলে বাংলার মানুষই প্রতিরোধ করবে। এ সব কথা বলে শুভেন্দু বাংলার রাজনীতিকে কলুষিত করছেন।'

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির 'বুলডোজার নীতি' নিয়ে দেশজুড়ে বারবার বিতর্ক হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে 'বুলডোজার দাওয়াই' দেওয়া শুরু করে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। পরে অন্যান্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি এক পথে হাঁটতে শুরু করে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি-শাসিত

রাজ্যগুলি গণতন্ত্রের ধার ধারছে না। অন্যায়ভাবে বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হচ্ছে যে কোনও নির্মাণ। প্রতিবাদ-আন্দোলন দমনেও উত্তরপ্রদেশে বুলডোজার নামাচ্ছে যোগী সরকার। তাদের 'বুলডোজার নীতি'র জল সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ বার সেই বিতর্কিত বিষয় বাংলায় ঢোকানোর কথা বলে বিতর্কে জড়িয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, অচিরেই বাংলায় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার হবে। অর্থাৎ, কেন্দ্রের মতো রাজ্যেও বিজেপি সরকার থাকবে। 'বন্দে ভারতে' পাথর ছোড়ার বিরুদ্ধে অবশ্য সরব সব রাজনৈতিক দলই। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলও এর নিন্দা করেছে। জোড়াফুল শিবিরের সন্দেহ, বাংলাকে বদনাম করার জন্য পরিকল্পিতভাবে বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনার চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে। বঙ্গ-বিজেপির অধিকাংশ নেতা রাজ্য প্রশাসনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। কিন্তু শুভেন্দুর সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা কেউ এর প্রেক্ষিতে বুলডোজার নামানোর হুঁশিয়ারি দেননি। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথা, 'যোগী সরকারের বুলডোজার নীতি নিয়ে বারবার সমালোচনা হয়েছে। বস্তুত, বুলডোজার শব্দটি এখন বিতর্কিত। সেই শব্দের উল্লেখ করে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার কোনও অর্থ নেই। যোগী সরকারের উন্নয়নমূলক নীতি, সুশাসনের কথা অবশ্যই প্রচার করা যায়। কিন্তু বুলডোজার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো।'

শুভেন্দু অবশ্য এ দিন 'বুলডোজার হুঁশিয়ারি'র পাশাপাশি পাথর ছোড়ার ঘটনায় এনআইএ তদন্তও দাবি করেছেন। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ার ঘটনায় বাংলাকে বদনাম করার পরিকল্পিত চিত্রনাট্য। তৃণমূল কোনও ট্রেনেই পাথর ছোড়াকে সমর্থন করে না। যোগী রাজ্যে একাধিক বার আক্রান্ত হয়েছে বন্দে ভারত। সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে বুলডোজার নামানোর দাবি জানান শুভেন্দু। সঙ্গে এনআইএ তদন্তের দাবিও তুলুন।' এ দিন মালদার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সভা থেকে 'দিদির দূত'কে 'ভূত' বলে ফের কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। জবাবে চন্দ্রিমা বলেন, 'দিদির ভূত ওঁকে (শুভেন্দু) তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই এ সব অদ্ভূত-কিম্ভূত কথা বলছেন!'

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

# ইয়াজুজ-মাজুজ এবং বাদশাহ জুলকারনাইনের চমকপ্রদ ঘটনা

*পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছেন বলে তাঁকে জুলকারনাইন বলা হয়। অনেকে আলেকজান্ডারকে জুলকারনাইন আখ্যা দেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, জুলকারনাইন মুমিন ছিলেন আর আলেকজান্ডার কাফের। তাছাড়া তাঁদের দুজনের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। (আল্লাহই ভালো জানেন) বিশ্ব ভ্রমণকালে তিনি তুর্কি ভূমিতে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সন্নিকটে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেছিলেন।*

*লিখছেন— মোঃ আসাদুজ্জামান*

ইয়াজুজ-মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভুত দুটি জাতি। কোরান মাজিদে এই জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়নি। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোটো ছোটো চোখবিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পুর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই জাতির লোকেরা প্রাচীনকাল থেকেই সভ্য দেশ সমূহের উপর হামলা করে লুঠতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করত।

### ইয়াজুজ-মাজুজ ধর্ম কী? তাদের কাছে কি শেষ নবির দাওয়াত পৌঁছেছে?

আগেই বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে আদম সন্তানেরই এক সম্প্রদায়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ.এর মতে, তারা নূহ আ. এর পুত্র ইয়াফিসের পরবর্তী বংশধর।

ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, কোনও এক ভ্রমণে আমরা নবিজির সাথে ছিলাম। সাথীগণ বাহন নিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। নবিজি উচ্চকণ্ঠে পাঠ করলেন,‘ হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত, আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। (সূরা হজ, আয়াত—১-২) নবিজির উচ্চবাচ্য শুনে সাহাবিগণ একত্রিত হতে লাগলেন, সবাই জড়ো হলে বলতে লাগলেন, ‘তোমরা কি জানো আজ কোন দিবস? আজ হচ্ছে সেই দিবস, যে দিবসে আদমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, জাহান্নামবাসী বের করো! আদম বলবে, জাহান্নামবাসী কে হে আল্লাহ? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে আর একজন শুধু জান্নাতে। নবিজির কথা শুনে সাহাবিদের চেহারায় ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। তা দেখে নবিজি বলতে লাগলেন,আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ করো! সেদিন তোমাদের সাথে ধ্বংসশীল আদম সন্তান, ইয়াজূজ-মাজূজ এবং ইবলিস সন্তানেরাও থাকবে, যারা সবসময় বাড়তে থাকে। (অর্থাৎ ওদের থেকে ৯৯৯ জন জাহান্নামে আর তোমাদের থেকে একজন জান্নাতে) সবাই তখন আনন্দ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। তিনি আরও বললেন, আমল করে যাও! সুসংবাদ গ্রহণ করো! ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিহিত। মানুষের মাঝে তোমরা সেদিন উটের গায়ে ক্ষুদ্র চিহ্ন বা জন্তুর বাহুতে সংখ্যা চিহ্ন সদৃশ হবে।’ (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ইয়াজুজ-মাজুজ পর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি এবং ইবলিস বংশধরদের উপস্থিতিতে তোমাদেরকে মুষ্টিমেয় মনে হবে। ঠিক উটের গলায় ক্ষুদ্র চিহ্ন আঁকলে যেমন ক্ষুদ্র দেখা যায়, হাশরের ময়দানেও তোমাদের তেমন দেখাবে।

### ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যাধিক্য

আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সা. বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে— তাউল, তারিস এবং মাস্ক। (তাবারানি)

### দৈহিক গঠন

খালেদ বিন আবদুল্লাহ আপন খালা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “একদা নবি করিম সা. বিচ্ছু দংশনের ফলে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। বললেন, তোমরা তো মনে করো যে, তোমাদের কোনও শত্রু নেই! (অবশ্যই নয়, বরং শত্রু আছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে) তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে। অবশেষে ইয়াজুজ-মাজুজের উদ্ভব হবে। প্রশস্ত চেহারা, ক্ষুদ্র চোখ, কৃষ্ণ চুলে আবছা রক্তিম। প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে তারা দ্রুত ছুটে আসবে। মনে হবে, তাদের চেহারা সুপরিসর বর্ম।” (মুসনাদে আহমদ, তাবারানি) অর্থাৎ মাংসল ও স্থূলতার ফলে তাদের চেহারা বর্ম সদৃশ দেখাবে।

### যে ভাবে প্রাচীর ভেঙে যাবে

জুলকারনাইনের নির্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরের দরুণ দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে আসতে পারেনি। প্রাচীরের ওপারে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে তারা জীবন যাপন করছে। তবে অদ্যাবধি তারা সেই প্রাচীর ভাঙতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রাচীরের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবি করিম সা. বলেন, ‘অতঃপর প্রতিদিন তারা প্রাচীর ছেদন কার্যে লিপ্ত হয়। ছিদ্র করতে করতে যখন পুরোটা উন্মোচনের উপক্রম হয়, তখনই তাদের একজন বলে, আজ তো অনেক করলাম, চল। বাকিটা আগামীকাল করব। পরদিন আল্লাহপাক সেই প্রাচীরকে পূর্বের থেকেও শক্ত ও মজবুতরূপে পূর্ণ করে দেন। অতঃপর যখন সেই সময় আসবে এবং আল্লাহপাক তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দেবেন। তখন তাদের একজন বলে উঠবে, আজ চল। আল্লাহ চান তো আগামীকাল পূর্ণ খোদাই করে ফেলব। পরদিন পূর্ণ খোদাই করে তারা প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মানুষের ঘরবাড়ি বিনষ্ট করবে, সমুদ্রের পানি পান করে নিঃশেষ করে ফেলবে। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ দূর-দূরান্তে পলায়ন করবে। অতঃপর আকাশের দিকে তারা তির ছুড়বে, তির রক্তাক্ত হয়ে ফিরে আসবে।’

(তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকিম) *(শেষ)*

# হজরত ইউনুস আ.-এর মাছের পেটে জীবিত থাকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

**সাদিকা আক্তার**

আল্লাহতায়ালার রহমতে মাছ ইউনুস আ.-কে হজম করতে সমর্থন হয়নি।

হজরত ইউনুস আ. যে কত গুরুত্বপূর্ণ একজন নবি ছিলেন সেটা বোঝাতেই আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরানে তাঁর নামেই একটি সূরা নাজিল করেছেন। যার নাম সূরা ইউনুস। হজরত ইউনুস আ. এর কথা পবিত্র কোরানে ৬টি সূরার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুসের ৯৮ নম্বর আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস। সূরা আম্বিয়ার ৮৭ নম্বর আয়াতে তাঁর নাম যুন-নুন এবং সূরা ক্বলমের ৪৮ নম্বর আয়াতে তাঁর নাম সাহেবুল হুত বলা হয়েছে। নুন ও হুত উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নুন ও সাহেবুল হুত অর্থ মাছওয়ালা।

আমরা সবাই জানি ইউনুস নবিকে একটি ঘটনার জন্য আল্লাহতায়ালা শাস্তি দিয়েছিলেন এবং মাছের পেটে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। ইউনুস নবির মাছের পেটে জীবিত থাকার বিষয়টিকে বিজ্ঞান কী বলে? চলুন জেনে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে। আমরা অনেক সময় বিপদে পড়লে আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য চাই। ইউনুস নবি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দোয়া পড়েছিলেন। যেই দোয়াটার কারণে তাঁকে সেই মাছের পেট থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি যদি এই দোয়াটি না পড়তেন তাহলে তাঁকে কেয়ামত পর্যন্ত সেই মাছের পেটে থাকতে হত। সেই দোয়াটি পড়ার মাধ্যমে আমরাও বিপদ থেকে বাঁচতে পারি।

হজরত ইউনুস আ. আল্লাহর সম্মানিত একজন নবি ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে আশুরীয়া বাসীদের হেদায়েতের জন্য ইরাকে যেতে নির্দেশ দেন। সেই হিসেবে তিনি ইরাকে গিয়ে আশুরীয়া বাসীদের আল্লাহর পথে আনার চেষ্টায় সংগ্রামে লিপ্ত হন। বর্তমান ইরাকের মুসলিম নগরীর নিকটবর্তী নীনাওয়া জনপদের অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্য ইউনুস আ.-এর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি তাদের তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ইমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। তবে তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে তিনি এলাকা ছেড়ে চলে যান। ইতোমধ্যেই তাদের কর্মের ওপর আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ছেড়ে দেওয়ার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন তিনদিন পর সেখানে গজব নাজিল হতে পারে। তারা ভাবল নবি কখনও মিথ্যা বলে না। ফলে ইউনুসের কওম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তওবা করল। হজরত ইউনুস আ.-এর কওমই একমাত্র যারা আযাব আসার পূর্বাভাস দেখেই খুব দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল।

তবে আরও অন্যান্য নবির উম্মতরা এটা করেনি। ফলে তাদের কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আল্লাহতায়ালা এটাকেই পবিত্র কোরআনে বলেন, “অতএব কোনও জনপদ কেন এমন হল না যে, তারা এমন সময় ইমান নিয়ে আসত, যখন ইমান আনলে তাদের উপকারে আসত, কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল তখন আমরা তাদের ওপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আজাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার অবকাশ দিলাম।ক্ষ্ম অত্র এই আয়াতটিতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে ওদিকে যখন ইউনুস আ. জানতে পারেন তাঁর কওমের ওপর আজাব আসেনি, তিনি তখন ভাবতে থাকেন আমি যদি ফিরে যাই তখনকার প্রথা অনুযায়ী মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসেবে তাঁকে হত্যা করা হবে। নিজের জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এই সময় আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। তবে তিনি তা করেননি।

আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরদের একজন। তিনি পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছলেন, অর্থাৎ তিনি আল্লাহতায়ালার হুকুম না মেনেই অন্যত্র হিজরত করলেন। পথের মধ্যে সমুদ্র পড়লে তা পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি তিনি একটি জাহাজে ওঠেন। জাহাজটি মাঝ সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে। তখন জাহাজের চালক ধারণা করে যে, জাহাজে কোনও অপরাধী আছে। যে কারণে জাহাজটি বিপদে পড়েছে। পরে তখনকার নিয়ম অনুযায়ী অপরাধীকে চিহ্নিত করতে লটারির ব্যবস্থা করা হয়। লটারিতে বারবার হজরত ইউনুস আ.-এর নাম ওঠে। অতঃপর লটারিতে অকৃতকার্য হলে তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটি বিপদ থেকে রক্ষা পায়। তখন আল্লাহর আদেশে বিরাট একটি নীল তিমি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে। তবে আল্লাহতায়ালার রহমতে ওই মাছ ইউনুস আ.-কে হজম করতে সমর্থন হয়নি। ইউনুস আ. মাছের পেটে কতদিন ছিলেন তা নিয়ে রয়েছে ভিন্নমত।



## কবিতা ও ছড়া

### মনগড়া লেখা

*কাজী সামসুল আলম*

কলম কেড়ে বউ হেঁকে কয়
হাবিজাবি লিখে
নষ্ট সময় কাগজ কালি
এসব আদিখ্যিতে।

চুপটি থাকি কলম ছেড়ে
তাকায় মুখের পানে
মুখ ফুটে কই, আদিখ্যেতা জানি
লিখি মনের টানে।

নেই প্রতিবাদ সব কাজে সায়
এমন লেখা পড়ে?
তার চেয়ে বেশ নামটা লেখাও
কাজে আসবে পরে।

সেই হেঁয়ালি বুঝতে পারি
কীসের কথা বলে
সবাই কি আর স্নায়ু বেচে
ভুলের পথে চলে?

চাই না আমার নিকাশ নালা
চাই না বোঝাপড়া
বেশ রয়েছি কলম খাতায়
লিখছি যে মনগড়া।

### দর্শনধারী শীতের ফুলে

*অঙ্কন গুচ্ছাইত*

শীতের কালে ভুবন ভরে
রঙিন ফুলের সারি।
ফন্দিফিকির প্রজাপতির
করছে অলি জারি।

সবার ঘরে উঠোনজুড়ে
ফুল রয়েছে ভরা।
শীতের কাঁপন লাগলে গায়ে
খুঁজতে লাগে খরা।

রূপলাবণ্য গ্রামের ঘরে
রয় না বাকি কারো।
পুকুর পাড়ও রয় না খালি
দেখতে যেতে পারো।

নগরবাসী ইমারতে
চাদর মুড়ে থাকো।
দর্শনধারী গাঁয়ের কুঠি
দেখতে কদম রাখো।

### ব্যথার নীরবতা

*পূর্ণ দে*

কোন দিকে যাবো— ডাইনে না বাঁয়ে?
সামনে-পিছনে বড়ো বড়ো গভীর খাদ।
একটু এদিক ওদিক হলেই ঘটে যাবে জীবন সমাধি.....

কবেই উড়ে গেছে মাথা গোঁজার ছাদ
রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে বারোমাস,হচ্ছি একাকার....
রাতের আকাশে তারারা দেয় খালি ব্যথার নীরবতা
শিশির আর কুয়াশার সাথে গড়েছি এখন সখ্যতা

অল্প অল্প শুনেছিলাম দিন বদলের অনেক গল্প
দেখেছিলাম একের পর এক বিচিত্র সব অভিনয়,
তবু দিনের শেষে ফিরেছি ঘরে একই রকম হয়ে ক্লান্ত
নুন আর পান্তার করতে গিয়ে জোগাড় খেতে হয় হিমশিম

তবু ভেবেছি হয়তো একদিন মুছে যাবে দুঃখের দিন
কেউ না কেউ এসে দাঁড়াবে প্রতিবাদের রাস্তায়
ঝরে পড়বে মস্ত আশীর্বাদ সবারই মাথায়.....

### নারী

*বিনীতা দাস*

নারী মানে স্নিগ্ধ শীতল চাঁদ পানা মুখ
ধৈর্য শক্তি লুকিয়ে রাখা মনে
নতুন গড়া গুছিয়ে তোলা
প্রাণ সঞ্চার ভেঙে পড়ার ক্ষণে
নারী বোঝে মনের কথা ঘরের কথা
সমাজ জীবন আদিখ্যেতা
ভুল ভাঙানো পথ দেখানো সঠিক দিশার
নিষেধ মানা যেটা
নারীর সঙ্গে নরের তফাত সে তো
যুগের নিয়ম সত্য ধরার বুকে
যে যার কাজে কর্মশালী তারা
জীবন কাটে এক অপরের সুখে।
নারীর জীবন হাজার প্রতিকুল
পুরুষভাবে ভোগের আধার নারী
কেউ বোঝে না মনের ব্যথা তাদের
ভাব সাগরে দেয় না কেউ পাড়ি।

## নাসার মিশন থেকে বেসরকারি চন্দ্রাভিযানে সাড়া ২০২২-এ

# মানবজাতি আরও চাঁদের কাছাকাছি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সম্প্রতি চাঁদের বুকে রেকর্ড সৃষ্টি করে এল নাসা। ৫০ বছর আগের যাত্রাপথকে অতিক্রম করে নয়া কীর্তির স্বাক্ষর রাখল নাসার আর্টেমিস ওয়ান মিশন। এছাড়া আরও নানা বেসরকারি উদ্যোগ মহাকাশ বিজ্ঞানে ২০২২ সালে সাড়া ফেলে দিয়েছে। তাতে প্রমাণিত মানবজাতি আরও চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

নাসা টার্গেট রেখেছে, ২০২৩ চাঁদের কক্ষপথে মহাকাশচারীদের পাঠাবে। আর ২০২৪ সালে চাঁদের বুকে মানব অভিযান হবে। অর্থাৎ চাঁদে নামবেন মহাকাশচারীরা। আর এই অভিযানে প্রথম একজন মহিলা নভশ্চর পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১১ ডিসেম্বরে আর্টেমিস ওয়ান মিশনে নাসার চন্দ্রযান ওরিয়ন ফিরে আসার পর ফের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে শেষবার চাঁদে মানব অভিযান চালানো হয়েছিল। সেবার অ্যাপোলো-৭ মানুষ নিয়ে গিয়েছিল চাঁদে। এবার আর্টেমিস মিশনে ওরিয়ন মহকাশযান ২৮ নভেম্বর চাঁদের বুকে নয়া কীর্তি স্থাপন করে আসে। অ্যাপোলো সেভেনের রেকর্ড ব্রেক করে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৩ মাইল পথ অতিক্রম করে চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠে হানা দিয়ে আসে ওরিয়ন।

নাসার মানব স্পেসফ্লাইট প্রোগ্রামগুলি সফলভাবে চালু হয়েছে। তার স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেট, যা নাসার ওরিয়ন মহাকাশযানকে এমন একটি পথে চালনা করেছিল যে তা যে কোনও মহাকাশযানের থেকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছিল। এমনকী চাঁদের বুকেও সেই মহাকাশযান বেশি পথ অতিক্রম করে চাঁদের না দেখা পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে এসেছিল। এদিকে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বুস্টার সেগমেন্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছে। আর্টেমিস থ্রি মিশনের জন্য কেনেডির কাছে ইঞ্জিন সেকশন সরবরাহ করেছে, যা ৫০ বছর পর চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং এই মিশনে চাঁদে প্রথম মহিলা

নভশ্চর অবতরণ করবে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এই যাত্রাপথে অসংখ্য মূল আর্টেমিস মাইলফলকও সম্পন্ন করেছে, যা শুধুমাত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রত্যাবর্তনই নয়, মঙ্গলে প্রথম মহাকাশচারী পাঠানোর প্রস্তুতির জন্য চাঁদের চারপাশে দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধান নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আজ পর্যন্ত নাসা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছে ১৩টি অবতরণ অঞ্চল চিহ্নিত করেছে, যেখানে চাঁদে পরবর্তী আমেরিকান নভোচারীরা আর্টেমিস থ্রি-এর সময় অবতরণ করতে পারবেন। স্পেসস্যুট-সহ চাঁদে চলার ব্যবস্থা প্রদানের জন্য স্পেস নির্বাচন করেছে, তাও মহাকাশচারীরা আর্টেমিস থ্রি-এর সময় ব্যবহার করবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য নতুন স্পেসসুট তৈরি করতে কলিন্স অ্যারোস্পেসকে একটি টাস্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

নাসা এছাড়াও স্পেসএক্সকে একটি চুক্তি সংশোধন করে তার স্টারশিপ হিউম্যান ল্যান্ডিং সিস্টেমকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। চাঁদের দীর্ঘমেয়াদী মানব অভিযানের জন্য নাসা আর্টেমিস ফোর-এর সময় দ্বিতীয় ক্রুড অবতরণ প্রদর্শনী মিশন রাখা হয়েছে। টেকসই চন্দ্র ল্যান্ডার তৈরির ফলে সংস্থাটি আর্টেমিস ফোর-এ চাঁদে অবতরণ করা সহজতর হবে।

ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত চন্দ্র মিশনগুলিও ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেছে। জাপানি বিলিয়নেয়ার ইউসাকু মায়েজাওয়া ডিসেম্বরে চাঁদের চারপাশে আট ব্যক্তির ব্যক্তিগত মিশন ঘোষণা করেছেন। স্পেসএক্স ফ্লাইটে শিল্পী এবং সৃজনশীল পেশাদারদের নিয়ে এই মিশন হওয়ার কথা। ক্রুতে থাকবেন ডিজে স্টিভ আওকি, সংগীতশিল্পী চোই সেউং হিউন, কোরিওগ্রাফার এবং পারফর্মার ইয়েমি এডি, ফটোগ্রাফার রিয়ানন অ্যাডাম, ইউটিউবার টিম ডড, ফটোগ্রাফার করিম ইলিয়া, চলচ্চিত্র নির্মাতা ব্রেন্ডন হল এবং অভিনেতা দেব ডি জোশি, স্নোবোর্ডার কেইটলিন ফারিংটন এবং নৃত্যশিল্পী মিউ। থাকবেন ব্যাকআপ ক্রু সদস্যরাও।

## মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত নাসার জল উপগ্রহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নাসার সর্বশেষ জল উপগ্রহ পৌঁছে গিয়েছে মহাকাশে। নাসা জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নতুন দিগন্ত তৈরি করে ফেলল এবার। এবার মহাকাশ থেকে এই এসডব্লুওটি স্যাটেলাইট বিজ্ঞানীদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

এবার মহাকাশ থেকে পৃথিবীর জলাশয় পর্যবেক্ষণ করা যাবে। সেজন্য নাসার ওই জল উপগ্রহ তার অ্যান্টেনা উন্মোচন করছে। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে উৎক্ষেপণের পর নাসার সারফেস ওয়াটার অ্যান্ড ওশান টপোগ্রাফি সংক্ষেপে এসডব্লুওটি স্যাটেলাইট মহাকাশযানকে শক্তি দেয়, এমন সৌর প্যানেল অ্যারে সফলভাবে স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি মহাকাশে ওই স্যাটেলাইট তার বড় মাস্তুল ও অ্যান্টেনা প্যানেলগুলি উন্মোচন করেছে। উন্নত রাডার স্যাটেলাইট আমাদের গ্রহের জলাশয়গুলি নিয়ে পর্যবেক্ষণ দিতে সম্ভবপর হবে বিজ্ঞানীদের। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিণতি সম্পর্কে নতুন এক ধারণা দিতে সক্ষম হবেন বিজ্ঞানীরা।

স্যাটেলাইটের দুটি অ্যান্টেনা সফলভাবে চার দিনের ব্যবধানে মোতায়েন করা হয়েছে। এবং অ্যান্টেনাগুলিতে ফোকাস করা দুটি ক্যামেরা মহাকাশযান থেকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। ক্যামেরাগুলি সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা অ্যান্টেনাগুলিকে ক্যাপচার করতে পারেনি। তবে দলটি টেলিমেট্রি ডেটা দিয়ে তা নিশ্চিত করেছে। দুটি অ্যান্টেনা মাস্তুলের উভয়প্রান্তে প্রায় ১০ মিটার দূরে অবস্থিত। এগুলি আমাদের গ্রহের জলাশয়ে জলের উচ্চতার সুনির্দিষ্ট পরিমাপ ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যন্ত্রটি ২০ কিলোমিটার বিস্তৃত স্রোত এবং সমুদ্রের বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এটি ৬২ হাজার ৫০০ বর্গমিটার থেকে বড় হ্রদ এবং ১০০ মিটারেরও বেশি চওড়া নদীগুলি থেকে ডেটা সংগ্রহ করতে সক্ষম।

ইন্টারফেরোমিটার আমাদের গ্রহের জলের পৃষ্ঠ থেকে রাডার ডাল বাউন্স করে এটি করতে সক্ষম। এটি উভয় অ্যান্টানেরা সংকেত গ্রহণ করে এবং উপগ্রহের উভয় পাশে ৫০ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি অঞ্চল বরাবর ডেটা সংগ্রহ করে। এখানে উল্লেখ্য, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ওই স্পেস-এক্স রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর। এই স্পেস-এক্স একটি মার্কিন-ফরাসি উপগ্রহ বহন করে নিয়ে যায় মহাকাশে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে জলের সার্ভে করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে নাসার তরফে। এই ঘটনাকে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নতুন আলোকপাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটি ফ্যালকন নাইন রকেট নাসা চুক্তির অধীনে বিলিওনেয়ার ইলন মাস্কের বাণিজ্যিক লঞ্চ কোম্পানির মালিকানাধীন। লস এঞ্জেলেস থেকে প্রায় ১৭০ মাইল বা প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভ্যানডেনবার্গ ইউএস স্পেস ফোর্স বেস থেকে ওই রকেট উৎক্ষেপণ হয়।

## নতুন আবিষ্কার হয়েছে যমজ কেপলার গ্রহ

# জলজগতের সন্ধান পেয়ে গেল নাসা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সম্প্রতি মহাকাশে উদ্ধার হয়েছে যমজ কেপলার গ্রহ। নতুন আবিষ্কৃত সেই যমজ গ্রহে অনন্য জলজগৎ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। তা যদি হয়, তাহলে পৃথিবীর মতো আরও জলজ গ্রহের সন্ধান মিলে যাবে। ফলে ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধানও মিলে যেতে পারে।

নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপে আবিষ্কার হয়েছে পৃথিবীর থেকে প্রায় দেড়গুণ বড় আকারের গ্রহ। হোস্ট স্টার-সহ এই জোড়া গ্রহ আবিষ্কারের পর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে দুটি এক্সোপ্ল্যানেট আবিষ্কার একটি লাল বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে।

এই দুটি যমজ গ্রহের গঠনও অনন্য। কারণ এই দুটি এক্সোপ্ল্যানেট সৌরজগতের বাইরে আবিষ্কৃত অন্য কোনও গ্রহের মতো নয়। এই দুটি গ্রহ জলে ভরা বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। লাইরা নক্ষত্রমণ্ডলে ২১৮ আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত জলজগৎগুলি অনন্য বলে জানতে পেরেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ ছাড়াও যমজ গ্রহগুলি আবিষ্কারের জন্য হাবল ও অবসরপ্রাপ্ত স্পিটজা স্পেস টেলিস্কোপের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এক্সোপ্লানেট কেপলার-১৩৮সি এবং কেপলার-১৩ডি পর্যবেক্ষণ করা যায় ওই টেলিস্কোপে। ইউনিভার্সিটি ডি মন্ট্রিয়ালের ট্রটিয়ার ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ অন এক্সোপ্ল্যানেট নিয়ে গবেষণারত ছাত্র ক্যারোলিন পিয়ালেটের নেতৃত্বে এই পর্যবেক্ষণ হয়। এই বিশদ গবেষণা প্রকাশ হয়েছে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে। নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা গ্রহগুলি আবিষ্কার হয়েছে, অনুমান করা হচ্ছে জল রয়েছে এই গ্রহে। তবে এখনও সরাসরি জল শনাক্ত করা যায়নি। গবেষকরা গ্রহের আকার এবং ভরের মডেলের সঙ্গে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই গ্রহের অর্ধেক পর্যন্ত এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যা, পাথরের থেকে হালকা কিন্তু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের থেকে ভারী। তা থেকেই অনুমান, এই গ্রহে সবথেকে বেশি উপাদান হিসেবে থাকতে পারে জল। পৃথিবীতে যেমন তিনভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। তেমনই নয়া আবিষ্কৃত গ্রহেও বেশিরভাগ জল রয়েছে। পৃথিবীর থেকে বড় হওয়ায় এই গ্রহ দুটিকে সুপার আর্থ বলা হচ্ছে। এই দুটি গ্রহের প্রকৃতিও ভিন্ন বলে জানা গিয়েছে। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ, গ্রহগুলি পৃথিবীর থেকে তিনগুণ বেশি হতে পারে। পৃথিবীর ভরের দ্বিগুণ গ্রহগুলি। কেপলার সি ও ডি গ্রহগুলির ঘনত্ব পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। এটি আশ্চর্যজনক যে, আবিষ্কৃত বেশিরভাগ গ্রহগুলিই পৃথিবীর থেকে সামান্য হলেও বড় এবং পাথুরে পৃথিবী। ইউরোপ বা এনসেলাডাসের বৃহত্তর সংস্করণ এই গ্রহগুলি। যেমন বৃহস্পতি এবং শনিকে প্রদক্ষিণ করে জল-সমৃদ্ধ চাঁদ, তেমনই এই সুপার আর্থ দুটিও বামন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। তবে তারা বামন নক্ষত্রের অনেক কাছাকাছি আছে। বরফের পৃষ্ঠের পরিবর্তে কেপলার ১৩৮সি ও ডি জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন গবেষক পিয়ালেট।

*মহাবিশ্বে এ এক বিস্ময়! ধূমকেতুর গ্লোবিউলগুলি বিস্ফোরিত হয়ে চেহারা নিয়েছে অদ্ভূত এক প্রাণীর।*

## দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

## মেসি-নেইমারহীন পিএসজি হার মানল দীর্ঘ ৯ মাস পর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিশ্বকাপের পর এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি নেইমার এবং মেসি। তারপর এবার এই প্রথম হারের মুখ দেখল পিএসজি। পিএসজি গত বছরের ২০ মার্চের পর প্রথম হারের মুখ দেখল। রবিবার ৩-১ গোলে লেন্সের কাছে হারতে হল পিএসজিকে। এরপরে ৩ মিনিটের মধ্যে গোল শোধ করে পিএসজি। পিএসজির হয়ে গোল করেন হুগো একিটিক। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ জমে ওঠে খেলা। ২৮ মিনিটের মাথায় ফের একটি গোল করে লেন্স। লুইস ওপেন্ডার গোলে এগিয়ে যায় লেন্স। তারপর থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ লেন্সের কাছেই থাকে। ২-১ প্রথমার্ধ শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফের গোল করে লেন্স। ৪৭ মিনিটের মাথায় গোল করেন মাউরিস। এরপর আর কোনও ভাবেই ম্যাচের মধ্যে ফিরতে পারেনি পিএসজি। বলা ভালো লেন্সের কাছে ল্যাজে গোবরে পরিস্থিতি মধ্যে পড়তে হয় মেসি, নেইমারদের ক্লাবকে। পিএসজি শেষ হারে নয় মাস আগে। লিগ ওয়ানে মনোকোর কাছে ৩-০ গোলে হারে। ম্যাচের পরে পিএসজি কোচ ক্রিস্টোফার গাল্টিয়ার বলেছেন,’ আমরা এই ম্যাচে মেসি নেইমারকে ছাড়াই নেমেছিলাম। তবে হারের জন্য কোনও অজুহাত দিচ্ছি না। লেন্স এই ম্যাচের যোগ্য দল হিসেবে জিতেছে।’ লেন্স কোচ ফ্রাঙ্ক হাইসি বলেছেন, ‘এই জয় প্রমাণ করে আমরা এই চ্যাম্পিয়নশিপে যে কাউকে হারাতে পারি।’

এই ম্যাচ লিওনেল মেসি ও নেইমার খেলেননি। কিন্তু ছিলেন বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয়ী কিলিয়ান এমবাপে। লেন্সের সমর্থকরা তাঁকে দারুণভাবে অভ্যর্থনা জানান। পিএসজি কোচ গাল্টিয়ার বলেন, ‘আশা করি নেইমার যখন দলে যোগ দেবে তখন পিএসজি সমর্থকদের থেকে এরকম অভ্যর্থনা পাবে।’ তিনি বলেন, ‘মেসি ৩ জানুয়ারি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আমি আশা করি লিওকে ভালোভাবে অভিনন্দন জানাবে পিএসজি। লিও খুব ভালো খেলে সবথেকে সুন্দর ট্রফি জিতেছে। আমরা জানি সে একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড় তাই আমরা আশা করি সমর্থকরা তাঁকে স্বাগত জানাবে।’

## বাংলা পেল আরও এক গ্র্যান্ড মাস্টার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ন্যাশনাল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ নম্বর রাউন্ডে বাংলারই আর এক গ্র্যান্ড মাস্টার মিত্রাভ গুহর সঙ্গে ড্র করেন কৌস্তভ। একই সঙ্গে গ্র্যান্ড মাস্টার হিসেবে নিজের জায়গা পাকা করে নেন তিনি। সেইসঙ্গে দেশের ৭৮তম গ্র্যান্ড মাস্টার হলেন কলকাতার কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়। ১৯ বছরের কৌস্তভ বাংলার দশম গ্র্যান্ড মাস্টার। ১৯৯১ সালে বাংলা থেকে প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছিলেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া। দিব্যেন্দু আবার বিশ্বনাথন আনন্দের পরে দেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছিলেন। এর পর ২০০৩ সালে সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্দীপন চন্দ, ২০০৬ সালে নীলোৎপল দাস, ২০১০ সালে দীপ সেনগুপ্ত, ২০১৩ সালে সপ্তর্ষি রায়চৌধুরি, ২০১৬ সালে দীপ্তায়ন ঘোষ, ২০১৮ সালে সপ্তর্ষি রায় ও ২০২১ সালে মিত্রাভ গুহ এই রাজ্য থেকে গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছেন। সেই তালিকায় নাম জুড়ল কৌস্তভেরও। গত বছরের শেষ দিনে গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েছেন ১৯ বছরের কৌস্তভ। ২০২১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে আয়োজিত শেখ রাসেল জিএম ২০২১ সালে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জন করেছিলেন। এর পর গত বছর নভেম্বরে কৌস্তভ এশিয়ান কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় জিএম নর্ম আদায় করে নেন। ফাইড রেটিংয়ে অগাস্ট মাসে ২৫০০ পয়েন্ট পেরিয়ে গিয়েছিলেন কৌস্তভ। কৌস্তভ গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ায় খুশি এ রাজ্যের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। তিনি বলেছেন, ‘মিত্রাভর পরে আরও এক জন গ্র্যান্ড মাস্টার পেলাম আমরা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলায় দাবার জনপ্রিয়তা কতটা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসছে। তারাও দাবাড়ু হতে চাইছে। আশা করছি আগামী দিনে বাংলা থেকে আরও গ্র্যান্ড মাস্টার আমরা পাবো যারা দেশের নাম উজ্জ্বল করবে।’

# নতুন বছরে একাধিক রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মেসি-রোনাল্ডোরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নতুন বছরে একাধিক রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই বছর আর কোন কোন ফুটবলার রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন তার তালিকা প্রকাশ করল ফিফা। শেষ হয়েছে ২০২২। বছর জুড়ে ভালো খারাপ মিশে থাকলেও ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য দারুন কেটেছে ২০২২। পৃথিবীর সেরা শো তথা ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছে কাতারে। কাপ উঠেছে ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসির হাতে। বিশ্বকাপে তৈরি হয়েছে একের পর এক রেকর্ড। মেসি নিজেও সেই রেকর্ডের অংশ। পিছিয়ে নেই অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। সম্প্রতি ২০২৩ সালের সম্ভাব্য রেকর্ডের তালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। অর্থাৎ কে কত ম্যাচ খেললে বা গোল করলে কী

রেকর্ড করতে পারেন সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়। সম্ভাব্য রেকর্ডের তালিকায় উপরে স্থান রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। সব ঠিক থাকলে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সর্বকালের বেশি গোল করা খেলোয়াড় প্রথম পুরুষ খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে পারেন ২০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এখনও পর্যন্ত তিনি মোট খেলেছেন ১৯৬টি ম্যাচ। শুধু রোনাল্ডো নন, কুয়েতি খেলোয়াড় বাদের আল মুতাওয়াও এই রেকর্ডের কাছাকাছি রয়েছেন।

পিছিয়ে নেই বার্সার মেয়েদের দলও। ফুটবলের ইতিহাসে মেয়েদের প্রথম দল হিসাবে টানা ৫০টি লিগ জিতে ইতিহাস তৈরি করতে পারে বার্সেলোনার মহিলা ফুটবল দল। অন্যদিকে ‘অন্য গ্রহের খেলোয়াড়’ বা ফুটবলের জাদুকর’ তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন ইতিহাস তৈরিতে তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। এই বছর ফিফার বর্ষ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেলে আবারও অনন্য নজির তৈরি করবেন আর্জেন্তিনার অধিনায়ক। সাতবার বর্ষসেরার পুরস্কার উঠতে পারে মেসির হাতে। যা এর আগে কোনও ফুটবলারের নেই। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ ফুটবলে তিনি করেছেন সর্বোচ্চ গোল। অন্যদিকে মেসি ও নেইমাররা যদি পিএসজির হয়ে কাপ জেতে তাহলেও তৈরি হবে রেকর্ড। মেসি ও নেইমার প্রথম খেলোয়াড় হবেন যারা দুই ভিন্ন দলের হয়েই কাপ জিতবেন। উল্লেখ্য এর আগে বার্সেলোনায় থাকাকালীন মেসি ও নেইমার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ২০২২ অনেক রেকর্ড তৈরি হয়েছে। নতুন বছরে নতুন রেকর্ড তৈরির অপেক্ষায় ক্রীড়াপ্রেমীরা।

## শোয়েবের রেকর্ড ভেঙে দেবেন উমরান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম বলের রেকর্ডের মালিক এখনও পাকিস্তানের প্রাক্তন জোরে বোলার শোয়েব আখতারই। ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শোয়েবের একটি বলের গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬১.৩ কিলোমিটার। যা এখনও পর্যন্ত দ্রুততম বল হিসাবে চিহ্নিত। আর শোয়েবের এই রেকর্ড ভাঙাই লক্ষ্য উমরানের। টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার উমরান মালিক ২০২২ আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সকলের নজর কাড়েন। তিনি ভারতের নতুন স্পিডস্টার। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ১৪ ম্যাচে ২২টি উইকেট নিয়ে মরশুমে শেষ করেছিলেন তিনি। আইপিএলে চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্সের পরে জুনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য তিনি প্রথম বার ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন। উমরান এর পর থেকে পাঁচটি ওয়ানডে এবং খেলার সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। তবে নতুন বছরে নতুন লক্ষ্য স্থির করেছেন উমরান মালিক। ভারতের তরুণ জোরে বোলার বলের গতির সঙ্গে সমঝোতা করতে চান না। কারণ, বলের গতিই তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। তাই বলের গতি বজায় রেখেই বলের ধার বাড়াতে চান উমরান। জম্মু-কাশ্মীরের জোরে বোলার শোয়েবের দ্রুততম বলের রেকর্ড

ভাঙতে পারবেন বলে দাবি করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে ২৪ বছরের জোরে বোলার বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে আমি শুধু দেশের হয়ে ভালো পারফর্ম করার কথা ভাবছি। যদি ভালো বল করতে পারি, যদি ভাগ্যের সহায়তা পাই, তা হলে শোয়েব আখতারের রেকর্ড ভেঙে দেব। তবে এই রেকর্ড নিয়ে আমি একদমই চিন্তিত নই। আমার লক্ষ্য একটাই। শুধু দেশের হয়ে ভালো খেলতে চাই।’

৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা উমরান শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজের দলে রয়েছেন। তাঁর দুর্দান্ত গতির কারণে উমরানকে ক্রমাগত পাকিস্তানের প্রাক্তন দ্রুততম বোলার শোয়েব আখতারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। উমরান বলেছেন, ‘ম্যাচের সময় কত জোরে বল করছি, সেটা বোঝা যায় না। খেলার পর সাজঘরে ফিরে আসার পর জানতে পারি, কত জোরে বল করেছি। মাঠে আমার লক্ষ্য থাকে, সঠিক জায়গায় বল ফেলে উইকেট তুলে নেওয়া।’

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন উমরান। তবে লঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই টিমে ভারতীয় দলে মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, আর্শদীপ সিং-এর মতো বোলাররা রয়েছেন। থাকবেন সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াও। টি-টোয়েন্টি দলে উমরান ছাড়া জোরে বোলার হিসেবে রয়েছেন অর্শদীপ, হর্ষল প্যাটেল, শিবম মাভি, মুকেশ কুমার।

## রোনাল্ডোকে স্বাগত জানাল আল নাসেরের সমর্থকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** পর্তুগাল কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যায়। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই জল্পনাকে সত্যি করে আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আর এবার তাঁকে ক্লাবে এক অভিনব উপায়ে স্বাগত জানালো ক্লাবের সমর্থকরা। যে ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

কাতার বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মধ্যেকার বিবাদ প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। পরবর্তী সময়ে দুই পক্ষ পারস্পরিক সহমতের ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করে। তারপর থেকেই জল্পনা ছিল সৌদির ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে রোনাল্ডোর চুক্তির বিষয়ে। পর্তুগাল কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যায়। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই জল্পনাকে সত্যি করে আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আর এবার তাঁকে ক্লাবে এক অভিনব উপায়ে স্বাগত জানালো ক্লাবের সমর্থকরা।

সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়টি হল ম্যাচে আল নাসেরের হয়ে এদিন খেলেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এদিনের ম্যাচে আল নাসের মুখে ামুখি হয়েছিল আল খালেজের। ম্যাচটি আল নাসের ১-০ গোলে জিতেছিল। গোটা স্টেডিয়ামজুড়ে ওঠে রোনাল্ডো-রোনাল্ডো ধ্বনি। ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে, গলা মেলাতে থাকেন সমর্থকরা। গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে তখন তৈরি হয়েছে এক অবর্ণনীয় পরিবেশ। সেই ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

উল্লেখ্য ম্যাচে হারলেও সৌদি আরবের লিগে এক নম্বরে রয়েছে আল নাসের। ১১ ম্যাচে তাঁদের পয়েন্ট ২৬। রিপোর্ট অনুযায়ী রোনাল্ডো একা নন রিয়াল মাদ্রিদের তাঁর একদা ক্লাব সতীর্থ সার্জিও রামোসকেও আনা হতে পারে আল নাসেরে। পাশাপাশি কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ক্যামেরুনের গোলদাতা ভিনসেন্ট আবুবকর ও রয়েছেন আল নাসেরে। কলম্বিয়ার গোলরক্ষক ডেভিড অসপিনা এবং ব্রাজিলের হয়ে খেলা লুইস গুস্তাভোও রয়েছেন আল নাসেরে।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করে তাঁকে দলে নিয়েছে আল নাসের। ইউনাইটেডের কোচ এরিক টেন হ্যাগের সঙ্গে রোনাল্ডোর মনোমালিন্য প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। তারপরেই পিয়ের্স মর্গ্যানকে এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার দেন রোনাল্ডো। যেখানে তিনি ক্লাবের একাংশ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তারপরেই তাঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় ইউনাইটেড।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com
Vol: 8 Issue:07, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111